ইউনিট ১

আল-কুরআন

ভূমিকা

পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন মহান আল্লাহর কালাম বা বাণী। এ গ্রন্থের ভাষা, ভাব, অর্থ, মর্ম, বিষয়বস্তু সব কিছু আল্লাহর। মানব জাতির ইহ-পরকালীন শান্তি ও মুক্তির সন্ধান দেওয়া হয়েছে এ পবিত্র গ্রন্থে। আল-কুরআনে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অফুরন্ত। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে অহি যোগে এই কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছরে সর্বশেষ ও বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মাদ (স) এর প্রতি নাযিল করেন। আসমানি কিতাবের মধ্যে সর্বশেষ এই মহাগ্রন্থই কেবল অবিকৃত আছে। প্রতিটি মানুষের কুরআন শিক্ষা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

এ ইউনিটে আল-কুরআনের পরিচয়, নামকরণ, আলোচ্য বিষয়, অবতরণ ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ **১৩**দিন।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১ : আল-কুরআনের পরিচয়
পাঠ-২ : আল-কুরআনের কাঠামোগত বিষয়
পাঠ-৩ : আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়
পাঠ-৪ : আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৫ : আল-কুরআনের অবতরণ
পাঠ-৬ : ওহীর পরিচয় ও ওহী নাযিলের পদ্ধতি
পাঠ-৭ : মাক্কী ও মাদানী সূরা
পাঠ-৮ : আল-কুরআনের সংরক্ষণ
পাঠ-৯ : আল-কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণের ইতিহাস
পাঠ-১০ : আল-কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব
পাঠ-১১ : আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত
পাঠ-১২ : আদর্শ জীবন গঠনে আল-কুরআনের অবদান
পাঠ-১৩ : মানবজাতির কল্যাণে আল-কুরআনের শিক্ষা

পাঠ -১: আল-কুরআনের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- আল-কুরআনের অর্থ বলতে পারবেন
- আল-কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- আল-কুরআনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নামের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কুরআন, ফুরকান, কালাম, ওহী, মাসহাফ, আসমানি কিতাব, কুফর, শিরক, নিফাক।

১.১ পরিচয়

আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দটি "কারউন" (قَرْءٌ)ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ একত্র করা, সন্নিবেশ করা, জমা করা। আল্লামা যারকানী বলেন- কুরআন শব্দটি (কারা'আতুন) قَرَاءَةٌ ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ অধ্যয়ন করা ও পাঠ করা।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)- বলেন, "আল-কুরআন মহান আল্লাহর সেই পবিত্র ও সম্মানিত কালাম যা তাঁর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের নিকট ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌঁছেছে।"

আল-কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এ গ্রন্থের ভাব, ভাষা, মর্ম-বিষয়বস্তু সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এতে মানব জাতির পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানি কিতাবের শিক্ষার সারসংক্ষেপ এ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাব রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন আল-কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির পথ প্রদর্শক।

১.২ নামকরণের তাৎপর্য

আল-কুরআনের অনেক নাম আছে। এর প্রমাণ কুরআনে পাওয়া যায়। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম দু'টি। তা হল- আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) ও আল-ফুরকান (اَلْفُرْقَانُ)। কুরআনের নামের অর্থ ও তাৎপর্যসহ একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো–

১. **আল-কুরআন (পঠিত গ্রন্থ)** পবিত্র এ কিতাব পঠিত হওয়ার জন্যই নাযিল হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে। আজ পর্যন্ত সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত সত্য হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র কুরআনই সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ।

ইমাম রাগিব ইস্ফাহানি (র) কুরআন শব্দের এ নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন-

"আসমানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কিতাবকেই কুরআন বলা হয়েছে এ জন্য যে, আসলে এ কিতাবেই অন্যান্য সকল আসমানি কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও সারসংক্ষেপ এ পবিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূলত বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে এ কিতাবে।"

২. **আল-ফুরকান (পার্থক্যকারী) :** ফুরকান শব্দের অর্থ পার্থক্য ও প্রভেদকারী। আল-ফুরকান ঈমান ও কুফর, সত্য ও মিথ্যা এবং শিরক ও তাওহীদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী। এ কারণে কুরআনকে ফুরকান বলা হয়।

৩. **আল-কিতাব (মহাগ্রন্থ) :** কিতাব অর্থ সন্নিবেশিত। কুরআনে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে বলে একে আল-কিতাব বা মহাগ্রন্থ বলা হয়।

৪. **আল-যিকর (স্মারক) :** যিকর অর্থ স্মারক। এ গ্রন্থে বিভিন্ন উপদেশ এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা উল্লেখ আছে বলে একে আয-যিকর বলা হয়।

৫. **আত-তানযীল (নাযিলকৃত) :** এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মানবজাতির নিকট নাযিল হয়েছে। এজন্য একে আত-তানযীল বলা হয়।

৬. **আল-কালাম (বাণী) :** কালাম শব্দের অর্থ বাণী যা আকৃষ্ট করে। শ্রবণকারীর হৃদয়-মনকে আকৃষ্ট করে বলে একে আল-কালাম বলা হয়।

৭. **আল-হুদা (দিশা) :** এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এটা সত্য পথের দিশারী।

৮. **আন-নূর (আলোকবর্তিকা) :** কুরআনের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা উদ্ভাসিত হয়, তাই একে আন-নূর বলা হয়।

৯. **আশ্-শিফা (প্রতিষেধক) :** মানবাত্মার বিভিন্ন রোগ, যেমন– কুফর-শিরক, নিফাক, মূর্খতা এমনকি দৈহিক রোগও এর মাধ্যমে উপশম হয়। তাই কুরআনকে আশ-শিফা বলা হয়।

১০. **আল-হিকমা (বিজ্ঞানময়তা) :** আল-কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এজন্য একে আল-হিকমাহ বলা হয়।

১১. **আল-হাকীম (বিজ্ঞানময় গ্রন্থ) :** কুরআনের আয়াতসমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ, তাই একে আল-হাকীম বলা হয়।

১২. **আল-হাবল (রশি) :** যে লোক কুরআনকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরবে সে অবশ্যই জান্নাত বা সুপথের সন্ধান পাবে। তাই একে আল-হাবল বলা হয়েছে।

১৩. **সিরাতুল মুস্তাকীম (সরল পথ) :** কুরআনের অনুসরণ করলে সরল ও মুক্তির পথে চলে জান্নাতে পৌঁছা যায়। এ কারণে এর নমাকরণ করা হয়েছে সিরাতুল মস্তিাকীম।।

১৪. **আল-মাসানী (পুনরাবৃত্তি) :** প্রাচীন মানবজাতির কাহিনী পুনরায় এতে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এ গ্রন্থের নাম রাখা হয় আল-মাসানী।

১৫. **আল-মাজীদ (মর্যাদাপূর্ণ) :** কুরআন অতীব মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত গ্রন্থ, তাই একে আল-মাজীদ বলা হয়।

১৬. **মাসহাফ (ফলক) :** হযরত আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ করে এর নামকরণ করেন মাসহাফ।

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। মানবজাতিকে সুপথ প্রদর্শেনের জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ এ আসমানি কিতাব নাযিল করেন। কুরআন ব্যতীত এর আরো অনেক নাম রয়েছে। পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার জন্য এবং বিভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে এর বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। আসলে কুরআনের মূল নাম আল-কুরআন এবং অপর নাম আল-ফুরকান। অন্যান্য নাম হচ্ছে গুণবাচক।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, আল-কুরআনের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কুরআন শব্দের অর্থ কী ?

(ক) পাঠ করা (খ) দেখা
(গ) শোনা (ঘ) মিলানো

২। কুরআনের ভাষা, অর্থ, মর্ম ও ভাব সবকিছুই

(ক) আল্লাহ ও রাসূল (স)এর (খ) রাসূল (স)এর
(গ) আল্লাহ তা'আলার (ঘ) জিবরাইল(আ.) এর

৩। নূর শব্দের অর্থ-

(ক) আলো (খ) সাদা
(গ) পবিত্র (ঘ) অন্ধকার

৪। পবিত্র কুরআনের প্রসিদ্ধ দুটো নাম কী ?

(ক) কুরআন ও কালাম (খ) কুরআন ও ফুরকান
(গ) কুরআন ও কিতাব (ঘ) কুরআন ও মাজীদ

৫। বায়েজীদ সাহেব প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করেন, তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করেন, কুরআন পাঠের সময় চুপ থাকেন। তাঁর এ আচরণ আল-কুরআনের কোন নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ?

(i) আল-কুরআন (ii) আল-ফুরকান (iii) মাসহাফ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও iii (খ) ii ও iii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

উদ্দীপক

একদা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কুরআনের নামকরণ বুঝাতে গিয়ে বলেন- পৃথিবীর কয়েকটি নাম আছে যেমন বসুন্ধরা, ধরিত্রী, অবনি ধরণী। তবে এ সকলের নামের মধ্যে পৃথিবী ও ধরণী দু'টি নামই বেশী পরিচিত। অন্য নামগুলি বেশি পরিচিত নয়। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থেরও একাধিক নাম রয়েছে। তবে অন্যান্য নাম ছাপিয়ে উক্ত গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী দু'টি বিশেষ নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। আর তা হলো- আল-কুরআন ও আল-ফুরকান।

ক. কুরআন কী ? ১
খ. অর্থসহ কুরআনের পাঁচটি নাম লিখুন। ২
গ. 'আসমানি কিতাবের মধ্যে আল-কুরআন শ্রেষ্ঠ কিতাব'- প্রমাণ করুন? ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কুরআন নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। খ ৫। ঘ

পাঠ-২ : আল-কুরআনের কাঠামোগত বিষয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আল-কুরআনের সূরা ও আয়াতের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- আল-কুরআনের বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সূরা, আয়াত, মাক্কী, মাদানী, রুকু, পারা, মঞ্জিল।

২.১ সূরার পরিচয়

সূরা (سُوْرَةٌ) একবচন, এর বহুবচন سُوَرٌ (সুয়ারুন)। আভিধানিক অর্থ হলো- দীর্ঘ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, উচ্চতর অবস্থানস্থল।

সূরার পারিভাষিক সংজ্ঞা:- "সূরা হলো আল-কুরআনের একটি অংশবিশেষ, যা নির্দিষ্ট নামে নামকরণ করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিন আয়াত। যেমন- সূরা আল-বাকারা, সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-কাওসার ইত্যাদি। কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৪টি।

২.২ আয়াতের পরিচয়

আয়াত (اَلْاٰيَةُ)একবচন, এর বহুবচন (اٰيَاتٌ)। এর অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, শিক্ষা, মু'জিযা ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদের বাক্যসমূহকে আয়াত বলা হয়, যাকে বিশেষ বিরাম চিহ্ন দ্বারা অপর বাক্য হতে পৃথক করা হয়েছে।

২.৩ কুরআনের আয়াতের বিভাগ

কুরআন মাজীদের সূরা ও আয়াতগুলো নাযিলের দিক দিয়ে দু'শ্রেণিতে বিভক্ত:

(ক) **মাক্কী :** যা মহানবী (স)-এর হিজরত পূর্ব ১৩ বছরের মক্কা জীবনে নাযিল হয়েছিল।

(খ) **মাদানী :** যা মহানবী (স)-এর হিজরতের পর ১০ বছরের মদিনার জীবনে নাযিল হয়েছিল।

২.৪ আল-কুরআনের বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান

১. কুরআন মাজীদে সর্বমোট সূরা সংখ্যা ১১৪টি।

২. আল-কুরআনে মাক্কী সূরা ৯২টি।

৩. আল-কুরআনে মাদানী সূরা ২২টি।

৪. মাক্কী সূরার আয়াত সংখ্যা কারও মতে ৪৬০২টি এবং মাদানী সূরার আয়াত সংখ্যা ১৬৩৪টি এ মত অনুযায়ী আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি।

৫. সূরা আল-বাকারা আল-কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু ও ২৮৬টি আয়াত আছে। এ সূরার ২৮২ নং আয়াতটি কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত।

৬. আল-কুরআনের ১০৮ নং সূরা আল-কাউছার কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা।

৭. পূর্ণ কুরআন যাতে মাসে একবার তিলাওয়াত (খতম) করা যায় সে জন্য কুরআন মাজীদকে ৩০ জুয্ বা পারায় ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক পারা আবার ৩/৪, ১/৪ ও ১/২ অংশ হিসেবে বিভক্ত।

৮. সপ্তাহে একবার যাতে কুরআন খতম করা যায় সেজন্য সাত মনযিলে বিভক্ত করা হয়েছে।

৯. কুরআনে রুকুর সংখ্যা ৫৪০টি।

১০. পবিত্র কুরআনে পঁচিশজন নবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ আছে।

১১. সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়।

১২. কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত সূরা আল-মায়িদার ৩৫তম আয়াত।

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলা নাযিলকৃত পবিত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বর্ণিত বিধি বিধান মেনে চলার মাধ্যমে মানবজাতী ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারে। কুরআনে বাক্যকে আয়াত এবং বড় ভাগকে সূরা বলা হয়। আল-কুরআন পাঠ করার সুবিধার্থে ৩০পারা ও ৭ মঞ্জিলে ভাগ করা হয়েছে। এতে ১১৪ টি সূরা এবং ৬২৩৬ আয়াত রয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, আল-কুরআনের ভিবিন্ন পরিসংখ্যানের একটি চার্ট তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সূরা শব্দের অর্থ কী ?

(ক) মর্যাদা (খ) অংশ বিশেষ
(গ) শোনা (ঘ) নিদর্শন

২। কুরআনে সর্বমোট কয়টি সূরা রয়েছে ?

(ক) ১১৪ টি (খ) ১১৬ টি
(গ) ১১৮ টি (ঘ) ১২০ টি

৩। কুরআন কোথায় নাযিল হয় ?

(ক) শুধু মক্কায় (খ) শুধু মদীনায়
(গ) মক্কা ও মদীনায় (ঘ) আরব দেশে

৪। কুরআনে আহকাম সম্পর্কিত আয়াত হচ্ছে -

(ক) ১৫০ টি (খ) ২৫০ টি
(গ) ৩৫০ টি (ঘ) ৫০০ টি

৫। কুরআনে কয়টি মনযিল রয়েছে ?

(ক) ০৭ টি (খ) ১৫টি
(গ) ৩০ টি (ঘ) ৫০ টি

৬। মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য হল এটি

i.আকারে ছোট ii. দীর্ঘাকার হয় iii. সংক্ষিপ্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

উদ্দীপক,

অধ্যাপক জামালুদ্দিন মানজুর এক বক্তৃতায় বলেন- যে কোন প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভবে পরিচালনার জন্য কোন না কোন নীতিমালার প্রয়োজন হয়, যাকে গাইড বুক গঠনতন্ত্র বা সংবিধি বলা হয়। ব্যক্তি, পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও একটি পরিপূর্ণ গাইডবুক রয়েছে। তাই মানুষ যদি সত্যিকার অর্থেই ব্যক্তি, পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই গাইডবুকটি অনুসরণ করে তাহলে তা কল্যাণকর পথ দেখাতে পারে।

ক. সূরা কী ? ১

খ. আল-কুরআনকে নূর বলা হয় কেন ? ২

গ. 'আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়াতের গাইড বুক ? ব্যাখ্যা করুন । ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আল-কুরআনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা:১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-৩ : আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আল-কুরআনের বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ দিতে পারবেন
- আলোচ্য বিষয়সমূহের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইবাদাত, জাগতিক কর্ম, মানব জাতি, আল্লাহভীরু, মুক্তির দিশারী, হিদায়াত, রহমত, ইলমুল আহকাম, ইলমুত তাযকীর, ইলমুল মুখাসামা, মাউত।

৩.১ আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়

মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল বিষয়ের মধ্যে কিছু বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে আর কিছু বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর কোন-কোনটি বিভিন্ন জাগতিক কর্ম তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত এবং কোন কোনটি ইবাদাতের সাথে সম্পর্কিত।

আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় মানব জাতি। কুরআনের উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থার দিকে পথ প্রদর্শন করা, যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং আখিরাতে সুখময় জীবনের অধিকরী হতে পারে।

কুরআনের প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

এ তো সেই কিতাব ; এতে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহভীরু লোকদের জন্য এ কিতাব নির্দেশক" (সূরা বাকারা-২: ২)

মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"আমি তো তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে; তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?" (সূরা আম্বিয়া-২১ : ১০)

আরো বর্ণিত হয়েছে-

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

"আর অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হলো না।" (সূরা বনী ইসরাইল-১৭ :৮৯)

আরো বলা হয়েছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

"রামাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে।" (সূরা বাকারা- ২: ১৮৫)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

"এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশমাত্র।" (সূরা আন'আম-৬:৯০)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

"আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যক বিষয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সু সংবাদরূপে তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম।" (সূরা নাহল-১৬ : ৮৯)

এভাবে আরো বলা হয়েছে-

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

"এ কিতাব, এটা তোমার প্রতি নাযিল করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারো, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী প্রশংসনীয়" (সূরা ইবরাহীম-১৪ : ১)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

"হে মানব! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং বিশ্ববাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত" (সূরা ইউনুস- ১০: ৫৭)

মনে রাখুন

এসব আয়াতে পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয় বা উদ্দেশ্য কি, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। যার সার কথা হলো-

- মানব জাতির উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করাই যেহেতু পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়, তাই মানব জীবনের সকল বিভাগ নিয়েই পবিত্র কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের ব্যক্তি জীবন এবং আধ্যাত্মিকতায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, ধর্ম-সংস্কৃতি-রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, মানবাধিকার সমরনীতি,

যুদ্ধ-শান্তি, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে আছে। মূলত এসব আলোচ্য বিষয় কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত।

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের শ্রেণি বিভাগ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র) পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন-

১.ইলমুল আহকাম বা সংবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান

পবিত্র কুরআনে ইবাদত-বন্দেগী, পারস্পরিক মু'আমালাত, আচার-ব্যবহার, দাম্পত্য জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, যুদ্ধ-সন্ধি প্রভৃতি মানব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও বিষয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলি আলোচিত হয়েছে। ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হালাল-হারাম-মাকরূহ মুবাহ এবং যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এর অন্তর্ভুক্ত।

২.ইলমুল মুখাসামা বা তর্ক শাস্ত্র

ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, কাফির-মুশরিক ও মুনাফিক এ চার শ্রেণির পথভ্রষ্ট মানুষের সাথে বিতর্ক সম্পর্কিত জ্ঞান। এ পর্যায়ে তাদের আকিদা-বিশ্বাস এবং মতবাদের ভ্রান্ততা প্রমাণ করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক মতাদর্শের প্রতি জনমনে ঘৃণা জাগ্রত করা হয়েছে। এদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সেগুলোর জবাব দান করা হয়েছে।

৩.ইলমুত্ তাযকীর-বি-আ'লা ইল্লাহ বা স্রষ্টাতত্ত্ব

বিশ্ব স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসেবে মহান আল্লাহর পরিচয়, অনুগ্রহ, অবদান এবং কুদরতী নিদর্শনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান। এ ছাড়াও আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি রহস্য, দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত বান্দার অভিজ্ঞান, সর্বোপরি স্রষ্টার সর্ববিধ গুণাবলির পরিচয় সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪.ইলমুত্ তাযকীর-বি-আইয়্যামিল্লাহ বা সৃষ্টিতত্ত্ব

আল্লাহর সৃষ্টিবস্তুর অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান। এতে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অতীত সংঘর্ষ ও রেষা-রেষির ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে হক ও সত্যপ্রিয়তার শুভ পরিণাম, মিথ্যা ও বাতিলের শোচনীয় পরিণতি এবং মিথ্যার জন্য সতর্ক ও সাবধান করা হয়েছে।

৫.ইলমুত্ তাযকীর বিল-মাউত বা পরকাল সংক্রান্ত জ্ঞান

পবিত্র কুরআনে সৃষ্টিলোকের লয়, মানুষের মৃত্যু, অক্ষমতা এবং মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন-জান্নাত বা জাহান্নামের দৃশ্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা রয়েছে। রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের উপস্থিতি, কিয়ামতের আলামত, হযরত ঈসা (আ) -এর অবতরণ, দাজ্জাল- ইয়াজুজ-মা'জুজের আবির্ভাব, ইসরাফিলের শিঙ্গায় ফুঁকের উল্লেখ। হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, পাপ-পুণ্যের জ্ঞান, আমলনামা, মু'মিনগণের আল্লাহর সাথে দীদার ইত্যাদির বর্ণনা। তাছাড়া আযাব ও শাস্তির নানা রকম ভীতিপ্রদ বর্ণনা। জান্নাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য ও নিয়ামত রাশির বিবরণ। মানব জাতিকে আত্মসচেতন ও সদা সতর্ক করার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য উৎসাহিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

সারসংক্ষেপ

পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এ অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারে সব কিছুরই মৌলিক বর্ণনা ও জ্ঞান আলোচিত হয়েছে। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের যাবতীয় বিষয়ের এমন পরিপূর্ণ বর্ণনা আর কোথাও নেই। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুরআনের আলোচ্য বিষয়গুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো:

(১) আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, (২) আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের প্রমাণ, (৩) আল্লাহ তা'আলার পূত-পবিত্রতা, (৪) অদৃশ্য জ্ঞান, (৫) শিরক, (৬) তাকওয়া, (৭) রিসালাত, (৮) রাসূলের অনুসরণ (৯) জিহাদ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা, (১০) সালাত, (১১) যাকাত, (১২) সাওম, (১৩) হজ্জ, (১৪) আদল-ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার, (১৫) সুদ, (১৬) চরিত্র (১৭) অর্থনীতি, (১৮) মজলিসের শিষ্টাচার, (১৯) রাসূলের সাথে আদব, (২০) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহদান ও এর মর্যাদা, (২১) বিবেক-বুদ্ধির চর্চা, (২২) দণ্ডবিধি, (২৩) লুটতরাজ ও ডাকাতির

শাস্তি, (২৪) চুরির শাস্তি, (২৫) অপবাদ দেওয়ার শাস্তি, (২৬) যিনা-ব্যভিচার ও ধর্ষণের শাস্তি, (২৭) মাপ বা ওযনে সঠিকতা, (২৮) সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধ, (২৯) অপরকে সাহায্য করা, (৩০) ঈমান, (৩১) মানবাধিকার, (৩২) তাকওয়া অর্জন, (৩৩) দান-সদকা, (৩৪) জান্নাত, (৩৫) জাহান্নাম, (৩৬) উত্তরাধিকারীদের প্রতি সম্পদ বণ্টন প্রভৃতি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	"কুরআনের আলোচ্য বিষয় মানবজাতি" এ বিষয়ের উপর একটি সেমিনারের আয়োজন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-
(ক) জান্নাত-জাহান্নাম (খ) মানবজাতি
(গ) আসমানি কিতাব (ঘ) দুনিয়ার সুখ-শান্তি

২. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় কয়ভাগে বিভক্ত ?
(ক) ৪ ভাগে (খ) ৩ ভাগে
(গ) ৫ ভাগে (ঘ) ৭ভাগে

৩. ইলমুল আহকাম শব্দের অর্থ কী ?
(ক) ফিকহ সংক্রান্ত জ্ঞান (খ) সংবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান
(গ) সমাজ বিষয়ক জ্ঞান (ঘ) শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান

৪. আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত ?
(ক) ৩৩ টি (খ) ৬২৩৬ টি
(গ) ৫০০ টি (ঘ) ১০০০ টি

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আব্দুল আলিম একজন আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসায়ী। তিনি চীন এবং রাশিয়ার সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করেন। বছরের অধিকাংশ সময় উক্ত দুই দেশেই কাটান। তিনি তার ছেলে-মেয়েকে আলোকিত মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্য ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না করে ইউরোপিয়ান স্কুলে ভর্তি করান। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তাদেরকে রাশিয়ার স্কুলে ভর্তি করান। তারা সেদেশের কৃষ্টি-কালচার ও লেখা-পড়া রপ্ত করে কুরআন শরীফ না পড়ার কারণে কুরআনের কিছুই জানে না। তারা আল-কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা মনে করে, কুরআনের শিক্ষা মানুষের জন্য দরকার নেই। আব্দুল আলিমের ছেলে-মেয়েরা দেশে আসার পর তাদের আচার-আচরণ দেখে এলাকাবসী স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। ঘটনাটি এলাকার বিশিষ্ট আলিম মুফতি সাদরুল আমিন সাহেবকে জানানো হয়। মুফতি সাহেব তাদেরকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর পর তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, আল-কুরআন ব্যতীত মানবজাতির কোনো কল্যাণ নেই। তারা বলে আমাদের ভূল ভেঙ্গেছে; আমরা কুরআনের পথে থাকবো এবং মানুষকে এ পথে ডাকবো। তিনি এলাকার শিক্ষিত মানুষের জন্য কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ক. সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম কী ? ১
গ. আল-কুরআনের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী কেমন মানুষ ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুল আলিমের ছেলে-মেয়েদের ধারণা কী যথার্থ ? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুফতি সাহেব যে কাজটি করেছেন, ইসলামের আলোকে তা মূল্যয়ন করুন ৪

উত্তরমালা: ১। খ, ২। গ, ৩। খ, ৪। খ

পাঠ-৪: আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হিদায়াত, কিয়ামত, শরী'আত, বিশ্ব মানবতা, খিলাফত, অনুশাসন, চিরন্তন, পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

৪.১. সর্বশেষ আসমানি কিতাব

কুরআন বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলা নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন আসমানি গ্রন্থ নাযিল হবে না। এর আগে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবুর, ইনজীল নামক আরো বড় তিনটি আসমানি কিতাব এবং ১০০টি সহিফা বিভিন্ন নবী-রাসূলের উপর নাযিল হয়েছিল। বর্তমানের তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল আসল কিতাব নয়। আসল কিতাব বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন বিপর্যয় এবং ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান পাদ্রীদের হাতে ঐসব গ্রন্থের ওহীর আসল ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এসকল গ্রন্থে কিছু সংমিশ্রণ হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে আল-কুরআনই পথনির্দেশ করবে।

৪.২ চিরন্তন গ্রন্থ

অতীত যুগের সকল আসমানি গ্রন্থই ছিল নির্দিষ্ট কোন জাতি বা ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিদায়াতের উৎস। কিন্তু কুরআন মাজীদ কোন নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়নি। বরং এটা সর্বকালের সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য হিদায়াতের বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ।

৪.৩ পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা

কুরআন ইসলামি জীবনব্যবস্থা তথা শরীআতের মূলনীতি ও অনুশাসনের উৎস। কুরআনের উপরই ইসলামের সম্পূর্ণ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ মানুষকে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা রূপে নাযিল করা হয়েছে। যুগ পরিক্রমায় মানবজাতি যে সকল সমস্যার সম্মুখিন হবে তার সমাধান ও মানবজাতির প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে আল-কুরআনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম"। (সূরা মায়িদা- ৫ : ৩)

৪.৪ চূড়ান্ত দলিল

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের নীতি এবং আইন-কানুন সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় কুরআনই চূড়ান্ত দলিল হিসেবে গৃহীত। এতেই মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের যাবতীয় বিষয় ও ঘটনাবলির বিবরণ রয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি নাযিল করেছি।" (সূরা আন-নিসা-৪ : ১৭৪)

৪.৫ সকল আসমানি গ্রন্থের সারসংক্ষেপ

কুরআন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উপর নাযিলকৃত সকল আসমানি কিতাবের সারসংক্ষেপ। আল-কুরআন অন্য সকল ধর্মগ্রন্থের কার্যকারিতা রহিত করে দিয়ে মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে চলছে যুগ-যুগ ধরে এবং এর আবেদন থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

৪.৬ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ

কিছু লোক নিজেদের কুসংস্কার ও অজ্ঞতার কারণে আল-কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে একে মানুষের রচনা বলে অপবাদ রটনা করে। একে কবিতা, যাদু কথা ইত্যাদি বলে উপহাস করে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং অনাগত কাল পর্যন্ত যাদের মনে এমন ধারণা জন্ম দেবে তাদের লক্ষ করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, এটা যদি সত্যিই কোন মানুষের রচনা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা অনুরূপ বাক্য রচনা করে দেখাও। কুরআনের এটা একটি বড় মুজিযা ও বৈশিষ্ট্য যে, কোন মানুষই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত কোন মানুষ বা জিন তা পারবেও না। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। যুগে যুগে বহু মানুষ বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী মহল এমনকি ইয়াহুদি খ্রিষ্টান জগৎ এ বিজ্ঞানের যুগেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কেউ সফল হয়নি। কুরআন বিরোধী শক্তি সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে আনত শিরে স্বীকার করে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে বলতে বাধ্য হয়েছে-

لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ

"এটা কোন মানুষের বাণী নয়।"

৪.৭ অতীব নির্ভুল গ্রন্থ

পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের প্রতি প্রেরিত আসমানি গ্রন্থ এবং তাদের নবীর শিক্ষা নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন করে। কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কুরআন বলছে–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

"এতো সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহভীরু লোকদের জন্য এ কিতাব নির্দেশক।" (সূরা আল-বাকারা ২:২)

৪.৮ কুরআনের ভাষা ও গুণগত মান

আল-কুরআন অতুলনীয় এক গ্রন্থ। আল-কুরআনের ভাব-ভাষা, অলংকার, উপমা, ছন্দ, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা সব মিলেই এক অভাবনীয় সাহিত্য। এজন্য এ গ্রন্থ মহানবী (স)-এর চিরন্তন মু'জিযাপূর্ণ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ।

৪.৯ বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা

আল-কুরআন সংক্ষিপ্ত হলেও এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর। কুরআনের এ ছোট পরিসরে লুকিয়ে রয়েছে সাগরের বিশালতা। প্রতিটি শব্দ-বাক্য ও বক্তব্য এতই ব্যাপক যে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা সম্বলিত তাফসীর গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে।

৪.১০ জীবন সমস্যার সমাধান

এ গ্রন্থে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, আদালতসহ সর্বস্তরে পেশ করেছে নিখুঁত ও শাশ্বত শান্তির সুস্পষ্ট সমাধান।

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহানবী (স) এর নিম্নবর্ণিত হাদিসটি প্রনিধানযোগ্য-

"আল-কুরআন আল্লাহর রশি, আল্লাহর অত্যুজ্জ্বল নূর ও অব্যর্থ মহৌষধ। যে ব্যক্তি মাযবুতভাবে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, সে পাবে মুক্তির আবে-হায়াত এবং সে কখনো ধ্বংস হবে না।" (বায়হাকী)

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন বিশ্বমানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির পথ-নির্দেশক। এটি নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের শিক্ষা ও বিধি-বিধান রহিত হয়ে গেছে। এটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রধান উৎস। মহান আল্লাহ আল-কুরআনকে মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নাযিল করেছেন। এটি মানব জাতির ইহকালীন-পরকালীন জীবনের একমাত্র পথনির্দেশক। আল-কুরআন সকল আসমানি কিতাবের সারসংক্ষেপ এবং সকল চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ। এটি এমন এক গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতি থেকে মুক্ত এক নির্ভুল গ্রন্থ। আল-কুরআন ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা, ছন্দ, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস সব মিলেই এক অভাবনীয় সাহিত্য। এ গ্রন্থ মহানবী (স) এর চিরন্তন মু'জিযা এবং এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ সবাই মিলে 'আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১ কোন গ্রন্থ মানব জাতির জন্য একমাত্র পথপ্রদর্শক ?

(ক) আল-কুরআন (খ) তাওরাত

(গ) যাবুর (ঘ) ইনজিল

২. কোন গ্রন্থের রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র ?

(ক) তাওরাত (খ) আল-কুরআন

(গ) যাবুর (ঘ) ইনজিল

৩. বিশ্বের সর্বজনীন, সর্বকালীন ও চিরন্তন গ্রন্থ কোনটি ?

(ক) আল-কুরআন (খ) সহীহ বুখারী

(গ) বেদ (ঘ) বাইবেল

৪. সকল আসমানি গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ কোথায় রয়েছে ?

(ক) আল-কুরআনে (খ) তাওরাতে

(গ) যাবুরে (ঘ) ইনজিলে

৫. আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

i.সর্বশেষ আসমানি কিতাব ii. চিরন্তন গ্রন্থ

iii. পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নে উত্তর দিন-

ইমাম সাহেব খুতবা দিতে গিয়ে বলেন- পিতা-মাতার উচিত ছেলে-মেয়েদের ছোট বেলা থেকেই কুরআন শিক্ষা দেয়া। কুরআনের শিক্ষাকে তিনি পরিপূর্ণ জীবনব্যস্থা হিসেবে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। মুসল্লিবৃন্দ তার বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হন।

৬। ইমাম সাহেবের বক্তব্যে কুরআনের কোন বৈশিষ্ঠ্য ফুটে উঠেছে ?

(ক) পূর্ণাঙ্গতা (খ) অসম্পূর্ণতা

(গ) আঞ্চলিকতা (ঘ) সংশয়হীনতা

৭। কুরআন শেখার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা জানতে পারবে-

i.সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব ii. চিরন্তন গ্রন্থ

iii. বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

প্রতিটি জিনিসেরই নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যের কারণেই এক মানুষ অন্য মানুষ থেকে আলাদা। তেমনি আসমানি কিতাবেরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু কুরআন এমন একটি আসমানি কিতাব, যা অন্যান্য সকল গ্রন্থ থেকে আলাদা। এর ভাব-ভাষা সব কিছু আল্লাহর। আল-কুরআন স্বমহিমায় মহিমান্বিত, এর কোন তুলনা হয় না।

ক. আসমানি কিতাব কী ? ১

খ. 'না, এটা কোন মানুষের বাণী নয়'-মন্তব্যটির যথার্থতা তুলে ধরুন। ২

গ. আসমানি কিতাব কয়টি ও কি কি ? ৩

ঘ. কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে আল-কুরআন অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ থেকে আলাদা ? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

রিফাত এবং রাজিব দুই ভাই। তারা প্রতিদিন মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করে এবং প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করে। রিফাত কুরআনের অনুবাদ পড়েছে এবং কুরআনের ইতিহাস সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেছে। কিন্তু রাজিব তা করে নি। রিফাত রাজিবকে কুরআনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বললে রাজিব তার অজ্ঞতা ও ব্যর্থতা বুঝতে পারে। রিফাত রাজিবকে বলে যে, আল-কুরআন চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস এবং নির্ভুল গ্রন্থ। সূতরাং সকলের কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।

ক. আসমানি কিতাবের সংখ্যা কয়টি ? ১

খ. 'আল-কুরআন একটি শ্বাশ্বত গ্রন্থ' ব্যাখ্যা করুন ২

গ. আল-কুরআন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চূড়ান্ত দলিল প্রমাণ সহ লিখুন ৩

ঘ. 'আল-কুরআন অতীব নির্ভুল গ্রন্থ' রিফাতের সাথে কী আপনি একমত ? যুক্তি প্রদান করুন ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। ঘ ৬। ক ৭। ঘ

পাঠ-৫: আল-কুরআনের অবতরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- কুরআন অবতরণের বিবরণ জানতে পারবেন;
- কুরআন নাযিলের সময় ও স্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সর্বপ্রথম কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্তের বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	লাওহে মাহফুয, বায়তুল ইজ্জত, আরশে আযীম, বায়তুল মামুর, ওহী,

কুরআনের অবতরণ

মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য তাঁর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আল-কুরআন নাযিল করেন। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নবী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপী তা নাযিল হয়েছিল। এটি লাওহে মাহফুযে সুরক্ষিত ছিল।

কুরআন মাজীদ "লাওহে মাহফুয" থেকে মহানবীর (স) কাছে দুই পর্বে নাযিল হয়।

১. লাওহে মাহফুয থেকে বায়তুল ইয্যাতে

লাওহে মাহফুযে আল-কুরআন রক্ষিত ছিল। সেখান থেকে পরিপূর্ণ কুরআন একই সাথে রমযান মাসের কদর রাতে পৃথিবী সংলগ্ন বায়তুল ইয্যাতে নাযিল হয়। মহান আল্লাহ বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

"রামাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা ২: ১৮৫)

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"নিশ্চয় আমি কদর রাতে কুরআনকে নাযিল করেছি। (সূরা কদর ৯৭ : ১)

মহানবী (স) বলেন : "লাওহে মাহফুয হতে কুরআনকে পৃথিবীর আকাশে বায়তুল ইয্যাতে রাখা হয়। তারপর জিবরাঈল (আ) ক্রমশ তা আমার প্রতি নাযিল করতে থাকেন।" (বায়হাকী)

২. বায়তুল ইয্যাত হতে মহানবীর (স) প্রতি

এর পর বায়তুল ইযযাত থেকে মহানবীর (স) প্রতি আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাঈলের (আ) মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ওহীযোগে কুরআন নাযিল হতে থাকে। তা একসাথে নাযিল হয়নি; বরং প্রয়োজনের আলোকে কুরআনের কোন কোন আয়াত ও খণ্ড খণ্ড সূরা ধারাবাহিকভাবে তেইশ বছর কালব্যাপী নাযিল হয়।

মহান আল্লাহ বলেন–

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

"আমি কুরআন নাযিল করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং তা ক্রমশ নাযিল করেছি ।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭: ১০৬)

সময় ও স্থান

৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (স)-এর ৪০ বছর বয়সে রামাযান মাসের কদরের রাতে হেরা গুহায় সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়।

কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত

পবিত্র কুরআন ওহী হিসেবে অবতীর্ণের সূচনা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন-

"মহানবীর (স) প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিল। অতঃপর তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদাত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন তিনি হেরা পর্বতের একটি গুহায় রাত দিন ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। এমতাবস্থায় এক রাতে হযরত জিবরাঈলের (আ) মাধ্যমে তাঁর নিকট সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়। জিবরাঈল (আ) মহানবীর (স) নিকট এসে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন- আমি পড়তে পারি না। তিনি বলেন, তখন জিবরাঈল (আ) আমাকে চেপে ধরলেন, তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন: পড়ুন। আমি আবার বললাম আমি পড়তে পারি না। তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলেন, পড়ুন। আমি বললাম আমি পারিনা। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ফেরেশতা পুনরায় আমাকে ধরে জোরে কোলাকুলি করায়, আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন,

اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَا وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ.

পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি মানুষকে জমাট বাধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন, পড়ুন, আর আপনার প্রভু মহিমান্বিত (বুখারী)

হেরা পর্বতের গুহা

এরপর মহানবী (স) কম্পিত হৃদয়ে ঘরে ফিরে বিস্তারিত ঘটনা স্ত্রী খাদীজা (রা)-কে বললেন। খাদীজা (রা) সবকিছু শুনে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বীয় চাচাতো ভাই ধর্ম বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নওফেল- এর নিকট নিয়ে যান। 'ওয়ারাকা' সবকিছু শুনে বললেন- ভয় নেই, মূসার (আ) কাছে আল্লাহ যে নামুসকে পাঠিয়েছেন, এ সেই নামুস (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা)। আপনিই প্রতিশ্রুত শেষ নবী। আমি বেঁচে থাকলে আপনার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো। ওয়ারাকার কথায় নবী করীম (স) ও খাদীজা (রা) আশ্বস্ত হলেন।

ওহী বিরতি পর্ব

এরপর তিন বছরের মধ্যে আর কোন ওহী নাযিল হয়নি। তিন বছর বা কারো মতে আড়াই বছর পর আবার ওহী অবতীর্ণ শুরু হয়। এভাবে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে পরিপূর্ণ কুরআন নাযিল সম্পন্ন হয়। ওহী বিরতি কালকে ফাতরাত (فترت) বলা হয়। দীর্ঘকাল ধরে ওহী নাযিল হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় প্রিয় নবী (স.) মনে ওহীর বাহক জিবরাঈল (আ)-কে আবার দেখার আগ্রহ জাগ্রত হয়। কিছু কাল ওহী আসা বন্ধ থাকলে মহানবী (স) চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি কখনও কখনও পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে আকাশের দিকে তাকাতেন এজন্য যে, কোথাও জিবরাঈল (আ) কে দেখতে পাবেন অথবা

কোন প্রকার আওয়াজ শুনতে পাবেন। একদিন এমন ঘটনা ঘটে, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন আর জিবরাঈল (আ) তাঁর সামনে এসে বললেন–

يَامُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا

"হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল।" (সহীহ বুখারী)

এ কথা শুনে মহানবী (স)-এর মন শান্ত হয় এবং তিনি ফিরে এলেন। এর কিছু দিন পর আবার তিনি হেরা পর্বতের কাছে গিয়ে দেখতে পান হযরত জিবরাঈল (আ) আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি আসনে বসে আছেন। মহানবী (স) তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে নিজ গৃহে ফিরে আসেন এবং বললেন-

'কম্বল দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করে দাও।' এ সময় সূরা মুদ্দাছ্ছিরের প্রথম আয়াতগুলো নাযিল হয়।

يَآيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, আর সতর্ক করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।" (সূরা মুদ্দাছ্ছির ৭৪ : ১-৩)

এরপর থেকে নিয়মিতভাবে ওহী নাযিল হতে থাকে। মহানবী (স)-এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

সর্বশেষ ওহী

পবিত্র কুরআন ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দিয়ে বিদায় হজের সময় আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ অবতীর্ণ করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা ৫: ৩)

বস্তুত মহান আল্লাহ জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে মহানবী (স) -এর প্রতি আল-কুরআন নাযিল করেন।

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি লাওহে মাহফুযে সুরক্ষিত গ্রন্থ, যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) -এর নবী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরে নাযিল হয়। ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (স) -এর বসয় যখন ৪০ বছর পূর্ণ হয় তখন রমযান মসের কদর রাতে সূরা আলাকের পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। এভাবে কুরআন নাযিলের ধারা শুরু হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, কুরআন নাযিলের ঘটনাগুলো সবাই মিলে গল্প আকারে বলুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। আল-কুরআন নাযিল সূচনা হয় কোন খৃষ্টাব্দে ?

(ক) ৪০৯ খ্রিষ্টাব্দে (খ) ৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে
(গ) ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) ৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে

২। কত বছরব্যাপী কুরআন নাযিল হয় ?

(ক) ৪০ বছর (খ) ৫০ বছর
(গ) ২৩ বছর (ঘ) ৭০ বছর

৩। কুরআন কোথায় নাযিল হয় ?

(ক) সাফা পাহাড়ে (খ) হেরা পাহাড়ে

(গ) হিমালয় পাহাড়ে (ঘ) মদীনার গুহায়

৪। সর্বশেষে নাযিলকৃত আয়াতটি কোন সূরার অংশ ?

(ক) সূরা ফাতিহা (খ) সূরা বাকারা

(গ) সূরা মায়িদা (ঘ) সূরা নাবা

৫.কুরআন মাজীদ মহানবী (স)-এর উপর কীভাবে অবতীর্ণ হয় ?

i.লাওহে মাহফুয হতে বায়তুল ইয্যাতে ii. বায়তুল ইয্যাত হতে মহানবীর (স)-এর প্রতি

iii. লাওহে মাহফুয হতে মহানবীর (স)-এর প্রতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদের কোন সূরা অবতীর্ণ হয় ?

i.সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত ii. সূরা বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াত

iii. সূরা তীনের প্রথম পাঁচ আয়াত

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

উদ্দীপক,

ইফতেখার হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। সে ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, আল-কুরআন আল্লাহর কালাম- এ কথায় সে বিশ্বাস করে না। তার পিতা তাকে নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করেন যে, এই বুঝি আমার ছেলে পথভ্রষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। তিনি মাঝে মাঝে তাকে মোবাইলে অনেক উপদেশ দেন। প্রতিদিন কুরআন পাঠ করতে বলেন, কুরআন নাযিলের ইতিহাস বলেন। ইফতেখার হাসান একদিন তার পিতার উপদেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো যাচাই করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের খতিব সাহেবের কাছে যায় এবং কুরআন নাযিলের বিষয়ে জানতে চায়। খতিব সাহেব যুক্তি দিয়ে বিষয়টি তার সামনে উপস্থাপন করেন। এতে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। ফলে সে প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করে ও কুরআন নাযিলের ইতিহাস অধ্যয়ন করে। এখন সে কুরআন সংরক্ষণ, কুরআন নাযিলের পদ্ধতি, জীবরাঈল ফেরেশতা প্রভৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। লোকজন এখন তাকে ভাল মুসলমান হিসেবে জানে।

ক. অহি শব্দের অর্থ কি ? ১

খ. সর্বপ্রথম কোন সূরা নাযিল হয়? ২

গ. কুরআন নাযিলের ঘটনা লিখুন। ৩

ঘ. 'কুরআন আল্লাহর কালাম। এটি জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর প্রতি নাযিল হয়'- উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন ৪

উত্তরমালা:১। গ ২। গ ৩। খ ৪। গ ৫। গ ৬। ক

পাঠ-৬ : ওহীর পরিচয় ও ওহী নাযিলের পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- ওহীর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ওহীর শ্রেণিবিভাগ ও ওহী নাযিলের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মহানবীর (স) প্রতি ওহী নাযিলের পদ্ধতিসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ওহী, ওহীয়ে মাতলু, ওহীয়ে গাইরে মাতলু, ওহীয়ে জলী, ওহীয়ে কালবী, মালাকী, কালামে-ইলাহী।

৫.১.ওহী

হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই ওহীর মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করে মানব জাতিকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। মহানবী (স) ওহী ছাড়া কোন কথা বলতেন না। কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়" (সূরা নাজম-৫৩:৩)

মূলত ওহী থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অধিক নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য।

৫.২ 'ওহী'র অর্থ

'ওহী'র শাব্দিক অর্থ ইঙ্গিত করা, লেখা, সংবাদ দেওয়া, ইলহাম হওয়া ইত্যাদি।

শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণকে কথার মাধ্যমে বা ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে কোন বিষয় জানিয়ে দেওয়াকে ওহী বলা হয়।"

৫.৩ ওহীর প্রকারভেদ

ওহী প্রধানত দু'প্রকার-

১. **ওহীয়ে মাত্‌লু (পঠিতব্য ওহী) :** যে ওহীর ভাব, শব্দ ও ভাষা, অর্থ, বিন্যাস সবকিছুই মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং যা সংরক্ষণ ব্যবস্থাও করেছেন। এ প্রকারের ওহীকে ওহীয়ে মাত্‌লু (পঠিতব্য ওহী) ও 'ওহীয়ে জলী' (প্রত্যক্ষ ওহী) বলা হয়। এটাই পবিত্র কুরআন মাজীদ।

২. **ওহীয়ে গাইরে মাতলু (অপঠিতব্য ওহী) :** যে ওহীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে; কিন্তু এর ভাষা ও শব্দ স্বয়ং রাসূল (স)-এর তাকে ওহীয়ে গাইরে মাত্‌লু (অপঠিতব্য ওহী) ও ওহীয়ে খফী (প্রচ্ছন্ন ওহী) বলা হয়। এ প্রকারের ওহী হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস। এ উভয় ওহী একই উৎস থেকে উৎসারিত।

৫.৪ ওহী নাযিলের অবস্থা

নবীদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনভাবে ওহী এসেছে। যথা- ১. ওহীয়ে কালবী, ২. ওহীয়ে কালামে ইলাহী এবং ৩. ওহীয়ে মালাকী।

১. **ওহীয়ে ক্বালবী :** কারো মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নবীর হৃদয়ে কোন কথা বা বিষয় ওহী হিসেবে পাঠাতেন। এ প্রকার ওহীকে ওহীয়ে ক্বালবী বলা হয়। নবীদের স্বপ্ন এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

২. **ওহীয় কালামে ইলাহী :** ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ নবীর কাছে যে ওহী প্রেরণ করেন, তাকে ওহীয়ে কালামে-ইলাহী' বলা হয়। এ পদ্ধতিতে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা হয় ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ হয়। যেমন মি'রাজের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আল্লাহর বাক্যালাপ এবং হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথোপকথন হয়েছিল।

৩. **ওহীয়ে মালাকী :** আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণী কোন ফেরেশতার মাধ্যমে নবীর নিকট পৌঁছিয়ে দেন। পবিত্র কুরআন মাজীদ এ পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছিল।

৫.৫ মহানবী (স)-এর প্রতি ওহী নাযিলের পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন-হাদিসের বর্ণনা থেকে মহানবী (স)-এর প্রতি ওহী নাযিলের যে পদ্ধতিসমূহ জানা যায় তা হল-

১. **সত্য স্বপ্ন :** হযরত আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়- নুবুওয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে মহানবী (স)-এর উপর ওহী নাযিলের শুভ সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে-

لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ

"আল্লাহ তাঁর রাসূল (স)-এর স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন।" (সূরা ফাত্হ- ৪৮ : ২৭)

হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। সুতরাং নবীদের স্বপ্ন ওহীর অন্তর্ভুক্ত।

২. **অন্তর্লোকে ফুঁকে দেওয়া :** এ পদ্ধতিতে জিবরাঈল (আ) মহানবী (স)-কে দেখা না দিয়ে তাঁর হৃদয়পটে কোন কথা ফুঁকে দিতেন কিংবা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নবীর অন্তর্লোকে কোন কথা উদ্রেক করতেন।

৩. **ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যম :** ওহী নাযিলের পূর্ব মুহূর্তে মহানবী (স)-এর কানে ঘণ্টাধ্বনির মত আওয়াজ অবিরাম বাজতে থাকতো। আর এর সঙ্গে সঙ্গেই ফেরেশতাও কথা বলতে থাকতেন। এ পদ্ধতিকে সালসালাতুল জারাস বলা হয়েছে। এটা ছিল কঠিনতম পদ্ধতি। প্রচণ্ড শীতেও এ সময় মহানবীর (স) শরীর থেকে তীব্র বেগে ঘাম ঝরে পড়তো।

৪. **ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন :** কখনো ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে মহানবী (স)-এর নিকট এসে ওহী পৌঁছে দিতেন। এ পদ্ধতি ছিল সহজতর। হাদিসে জিবরাঈল নামে অভিহিত হাদীসখানা এ পদ্ধতির ওহীর উদাহরণ।

৫. **ফেরেশতা নিজের আকৃতিতে আগমন :** হযরত জিবরাঈল (আ)-কে মহান আল্লাহ যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক সেই আকৃতিতে রাসূল (স)-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। মহানবী (স) ৩ বার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে স্বরূপে দেখেছিলেন।

৬. **পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি :** মহান আল্লাহ মহানবী (স)-এর সাথে কোন মাধ্যম ছাড়াই পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি কথা বলতেন। মি'রাজের সময় আল্লাহর সাথে এভাবেই কথা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এ পদ্ধতিতে ফরয হয়।

৭. **তন্দ্রাবস্থায় সরাসরি ওহী :** মহানবী (স) তন্দ্রাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি ওহী পেতেন। এ পদ্ধতিতে মহানবী (স) সাতবার ওহী পেয়েছেন বলে হাদিস থেকে জানা যায়।

৮. **অন্তরাল ছাড়া ওহী :** এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'আলা কোন অন্তরাল ছাড়াই সরাসরি রাসূল (স)-এর সাথে কথা বলেছেন।

৯. **ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে ওহী :** কোন কোন সময় মহানবী (স)-এর কাছে হযরত ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমেও ওহী নাযিল হতো।

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণের কাছে যে ওহী নাযিল হয় তাকেই ওহী বলা হয়। ওহী নাযিলের মাধ্যম, অবস্থা ও পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে ওহীকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। ওহীর জ্ঞানই নির্ভুল জ্ঞান- ইসলামের অকাট্য দলীল। আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ওহী। হাদিস রাসূল (স) -এর বাণী- এটা পরোক্ষ ওহী।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ ওহীর শ্রেণি বিভাগ সমূহের একটি চার্ট তৈরি করে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১.ওহী শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিশ্বাস করা (খ) ইঙ্গিত করা

(গ) অস্বীকার করা (ঘ) গোপন করা

২.ওহী প্রধানত কত প্রকার ?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার

(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

৩.কয়ভাবে ওহী অবতীর্ণ হত ?

(ক) ৩ ভাবে (খ) ৪ ভাবে

(গ) ৫ ভাবে (ঘ) ৯ ভাবে

৪. ওহী নাযিলের কষ্টকর পদ্ধতি কোনটি ?

(ক) সত্য স্বপ্ন (খ) ঘন্টাধ্বনির মাধ্যমে

(গ) ফেরেশতদের মানববাকৃতি (ঘ) ফেরেশতদের নিজের আকৃতি

৫. মহানবী (স) জিবরাইল (আ.) কে কতবার আসল আকৃতিতে দেখেছেন ?

(ক) ৩ বার (খ) ৪ বার

(গ) ৫ বার (ঘ) ৯ বার

৬. নবীদের কাছে যেভাবে ওহী এসেছে -

i.ওহীয়ে কালবী ii. ওহীয়ে কালামে ইলাহী iii. ওহীয়ে মালাকী

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছে -

i.সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ii. ঘন্টাধ্বনির মাধ্যমে iii. ইসরাফীল (আ.)-এর মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

একদিন নানা তার নাতি-নাতনীদের নিয়ে এমন একটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, যা বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। তা ছিল সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। এটি পাঠ করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। এটি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

ক. ওহী কী ? ১

খ. ওহী কত প্রকার ও কি কি ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন গ্রন্থটির প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে ? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. ওহী নাযিলের অবস্থাগুলো আপনার পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ক

পাঠ-৭: মাক্কী ও মাদানী সূরা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাক্কী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হিজরত, মাক্কী জীবন, মাদানী জীবন, আকাইদ।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর তেইশ বছরের নবী-জীবন, মাক্কী ও মাদানী-এ দু'ভাগে বিভক্ত। কুরআনও দু'পর্বে বিভক্ত। এজন্য কুরআন নাযিলের সময় ও স্থান অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও আয়াতকে মাক্কী ও মাদানী দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে

১. মাক্কী সূরা

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবী জীবনে মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত ১৩ বছরে যে সকল সূরা বা আয়াত নাযিল হয়, সেগুলোকে মাক্কী সূরা বা মাক্কী আয়াত বলা হয়।

২. মাদানী সূরা

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মদীনায় হিজরত করার পর জীবনের শেষ ১০ বছরে মদীনায় কিংবা অন্য যে কোন স্থানে যে সকল সূরা ও আয়াত নাযিল হয় সেগুলোকে মাদানী সূরা ও মাদানী আয়াত বলা হয়।

মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবী জীবনের দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় হচ্ছে নবুওয়াত পাওয়ার পর মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তের বছরের জীবন। তাঁর হিজরত করার পর মদীনার দশ বছরের জীবন হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়। এ দু'অধ্যায় মহানবী (স)-কে দুধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এ পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ নাযিল হয়। তাই এ দু অধ্যায়ের সূরাসমূহের দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

নিচে মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হলো–

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু–

১. মাক্কী সূরাগুলো আকারে ছোট।

২. এতে আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে।

৩. এতে রিসালাত ও নবুওয়াতের বর্ণনা রয়েছে।

৪. এতে আখিরাত বা পরকালীন জীবন সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৫. মাক্কী সূরায় কুরআনের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬. এতে শিরক ও কুফরের যুক্তি ও উপমা ভিত্তিক বিরোধিতা করা হয়েছে।

৭. এতে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা বেশি এসেছে।

৮. এতে পারলৌকিক বিচার ও হিসাব নিকাশের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৯. এ সকল সূরায় আকাইদ ও ইমান সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা করা হয়েছে।

১০. মাক্কী সূরায় চরিত্র গঠন ও পরিশুদ্ধির নির্দেশনা স্থান পেয়েছে।

১১. এতে নৈতিকতাবোধ, চিন্তাশক্তি ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

১২. নুবুওয়াতী দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

১৩. এ পর্বের সূরাগুলোর ভাষা স্বচ্ছ ও ঝরণাধারার মতো ঝরঝরে, হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য।

১৪. মাক্কী পর্যায়ের সূরার প্রারম্ভ শপথ বাক্য দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৫. মাক্কী সূরা ৯২টি ।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু–

১. মাদানী পর্বের সূরাগুলো আকারে দীর্ঘ।

২. এতে ইবাদাতের বর্ণনা এসেছে।

৩. এতে আহকামে শরীআতের বর্ণনা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে।

৪. এতে হালাল ও হারামের বিস্তৃত বর্ণনা এসেছে।

৫. মাদানী পর্বের সূরায় ইসলামী রীতি-নীতির বিশদ বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৬. এতে অর্থনৈতিক আইন যথা- যাকাত, উশর, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ও উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ রয়েছে।

৭. ইসলামের ব্যবহারিক জীবন তথা আচার-ব্যবহার, বিয়ে-শাদী, তালাক ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

৮. সামরিক আইন ও জিহাদ ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. পররাষ্ট্রনীতি, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

১০. সামাজিক-রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয়াদির বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

১১. মুনাফিক, কাফির, জিম্মি, আহলে কিতাব, শত্রু, মিত্র, তথা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে আচরণ বিধির বিবরণ রয়েছে।

১২. এ পর্বের সূরায় ঐতিহাসিক বিবরণ এনে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

১৩. এ পর্বের সূরাগুলোর সুদীর্ঘ-বর্ণনা ধারা ও ছন্দময় আয়াত অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রলম্বিত।

১৪. এ পর্বের সূরায় শপথের বাক্য কম।

১৫. মাদানী সূরা ২২টি।

সারসংক্ষেপ

মাক্কী ও মাদানী রাসূলুল্লাহ (স.) -এর নবুওয়াতি জীবনের দু'টি অধ্যায়। মক্কায় ইসলাম ছিল দাওয়াতি পর্যায়ে। আর মাদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়। তাই উভয় পর্যায়ের সূরার বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যে কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়।

হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ সূরা ও আয়াতকে মাক্কী সূরা ও আয়াত বলে এবং হিজরতের পরে অবতীর্ণ সূরা ও আয়াতকে মাদানী সূরা ও আয়াত বলে। মাক্কী সূরাগুলো আকারে ছোট। মাক্কী সূরাগুলোতে তাওহীদ, রিসালাত, নবুওয়াত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। মাক্কী সূরা সংখ্যা ৯২টি। মাদানী সূরাগুলো আকারে বড়। এতে ইবাদাত ও আহকামে শরী'আতসংক্রান্ত বিষয়গুলোর বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া হালাল, হারাম, ইসলামি রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক আইন, বিবাহ শাদী সংক্রান্ত আইন, এবং বিভিন্ন আইন কানুন ও ঐতিহাসিক বিবরণ রয়েছে। মাদানী সূরাগুলো আকারে বড়। মাদানী সূরা ২২টি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মাক্কী ও মাদানী সূরা সমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মক্কায় কত বছরব্যাপী কুরআন নাযিল হয়েছে ?

(ক) ১০ বছর (খ) ১৩ বছর (গ) ২৩ বছর (ঘ) ৩৩ বছর

২। মদীনায় কত বছরব্যাপী কুরআন নাযিল হয়েছে ?

(ক) ১০ বছর (খ) ১৩ বছর (গ) ২৩ বছর (ঘ) ৩৩ বছর

৩। তাওহীদের বর্ণনা কোন সূরায় ?

(ক) মাক্কী সূরায় (খ) মাদানী সূরায়

(গ) মাক্কী ও মাদানী সূরায় (ঘ) কোনটিতেই নেই

৪। কোন সূরা আকারে দীর্ঘ ?

(ক) মাক্কী সূরা (খ) মাদানী সূরা

(গ) কিছু মাক্কী সূরা (ঘ) কিছু মাদানী সূরা

৫। কোন সূরায় জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এসেছে ?

(ক) মাক্কী সূরায় (খ) মাদানী সূরায়

(গ) কিছু মাক্কী সূরায় (ঘ) কিছু মাদানী সূরায়

৬. মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য হলো-

i.তাওহীদের বর্ণনা স্থান পেয়েছে ii. রিসালতের বর্ণনা স্থান পেয়েছে iii. আখিরাতের বর্ণনা স্থান পেয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য হলো-

i.সূরাগুলো আকারে দীর্ঘ ii. আহকামে শরীআতের বর্ণনা স্থান পেয়েছে iii. সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বর্ণনা স্থান পেয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. শফিক সাহেব মাদানী সূরাগুলোর অনুবাদ পড়া শুরু করেছেন, এর ফলে তিনি জানতে পারবেন-

i. আহকামে শরী'আতের বিষয়াবলি ii. ইসলামী রীতি-নীতির বিষয়াবলি

iii. নবুওয়াতি দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশাবলি।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুলতানা রাজিয়া মাক্কি ও মাদানী সূরার শ্রেণিবিভাগ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করলে অধ্যক্ষ সুরাইয়া বেগম বলেন, কুরআন এমন একটি মহাগ্রন্থ যা মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের জন্য নাযিল হয়েছে। এর প্রতিটি সূরার বিষয়বস্তু অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। পবিত্র কুরআন যুগের চাহিদার আলোকে অল্প অল্প করে দীর্ঘ ২৩ বছরে অবতরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়বস্তু বুঝার সুবিধার জন্য কুরআনের সূরাগুলো ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগের সূরাগুলো আকারে ছোট এবং অন্যভাগের সূরাগুলো আকারে বড়। দুটি ভাগের সূরাগুলোই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কুরআনের সূরাগুলো বিভক্ত করা না হলে এর বিষয়বস্তু আলাদাভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হত না।

ক. কুরআনের সূরাগুলো কয়ভাগে বিভক্ত ? ১

খ. মাক্কী সূরাগুলো কখন নাযিল হয়েছে ? ২

গ. 'মাক্কী সূরায় চরিত্র গঠন ও পরিশুদ্ধির নির্দেশনা স্থান পেয়েছে'–ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ঘ

পাঠ-৮: আল-কুরআনের সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আল-কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- যুগে যুগে কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হিফাযত, আসমানি কিতাব, নাযিল, আমল।

৬.১. কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি

মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহর অমূল্য দান হচ্ছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ স্বয়ং এ কিতাবের হিফাযতকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া মহানবীর (স) আমলে তথা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এবং সকল যুগেই এর সুরক্ষার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে আসছে। আল-কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ অবিকৃত ও রক্ষিত আসমানি কিতাব হিসেবে চির অম্লান।

কুরআন মাজীদ দু'টি পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়:

১. স্মৃতি ভাণ্ডার

পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের তুলনায় একমাত্র কুরআনই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এর সুরক্ষার জন্যে কলম ও কাগজের তুলনায় অধিক নির্ভর করা হয় স্মৃতিভাণ্ডার তথা হাফিযদের স্মরণ শক্তির উপর। হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে-

وَمُنَزِّلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ

"আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি যাকে পানি মুছে ফেলতে পারে না।" (সহীহ্ মুসলিম)

২. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে

কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে ওহী লেখক দ্বারা লিখে রাখা হতো। এ ধারা পরবর্তী যুগে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবিকল লিখিত আকারে সুরক্ষিত হয়ে আসছে।

৬.২ কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

মহানবীর (স) যুগে কুরআন সংরক্ষণ : মহানবীর (স) যুগে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসমূহ ছিল–

(ক) কুরআন মুখস্তকরণ

কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (স) মুখস্থ করে নিতেন এবং তা জিবরাঈল (আ)-কে শুনাতেন। সাথে সাথে সাহাবীগণকেও কণ্ঠস্থ করে স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রাখার নির্দেশ দিতেন।

(খ) পারস্পরিক পঠন-পাঠন ও শ্রবণ

অধিকতর সতর্কতার জন্য মহানবী (স) প্রতি বছর রামাযান মাসে জিবরাঈলের (আ) সাথে কুরআন পারস্পরিক পঠন-পাঠন ও শ্রবণ করতেন। তেমনিভাবে তিনি সাহাবীগণকে শুনাতেন আর সাহাবীগণও তাঁকে শুনাতেন।

(গ) ব্যাপক চর্চা, শিক্ষাদান

সাহাবীগণের মধ্যে কুরআন মুখস্থ করা, স্মরণ রাখা এবং শিক্ষাদানের অদম্য আগ্রহ বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কুরআনকে স্বীয় স্মৃতির মণিকোঠায় সুরক্ষিত রাখার নিমিত্তে হাজার হাজার সাহাবী সকল মগ্নতা ত্যাগ করে এ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিয়মিত রাত জেগে তারা নফল নামাযেও তিলাওয়াত করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা– يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ "তারা রাতে আল্লাহর (কুরআনের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে থাকেন।" (আলে-ইমরান ৩ : ১১৩)

মহানবীর (স) সময় মদীনায় আরো বেশ কয়েকটি মসজিদ কায়েম হয়েছিল। সেগুলোতে কুরআন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। বহু সাহাবী মানুষকে কুরআন শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক মহিলা বিয়ের মোহরানা স্বরূপ স্বামীর নিকট কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এভাবে ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষাদানের বিপুল আগ্রহ ও তৎপরতার দ্বারা কুরআনের বাণী ছিল সকলের মুখে মুখে।

(ঘ) কুরআনের বাস্তব আমল

মহানবী (স) এবং সাহাবীগণ কুরআনের প্রতিটি আয়াতের মর্ম বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা করতেন।

ঙ. কুরআন লিখন, উপকরণ ও বিন্যাস

মহানবী (স) এর যুগে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সুচারুরূপে ওহী লিখন দফতর-এর মাধ্যমে কুরআনের লিখনের কাজটি করানো হয়। তবে এ সময় কুরআন মাজীদ একই নুসখা বা পাণ্ডুলিপিতে একত্র করা হয়নি।

মহানবীর (স) যুগে কুরআন লিখনের উপকরণ ছিল গাছের বাকল, হাড়, চামড়া, পাথর, কাপড়, মিশরীয় ফোম বস্ত্র এবং তখনকার মতো আবিষ্কৃত এক প্রকার কাগজ।

কুরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় নাযিল হয় এবং তা সুচারুরূপে লিখিত হয়। সূরার নামকরণ, ধারাবাহিকতা এবং কোন আয়াত কোন সূরার কোথায় লিখিত হবে তার সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সুবিন্যস্ত ছিল।

৬.৩. কুরআন সংরক্ষণ প্রথম খলীফার যুগে

মহানবী (স)-এর যুগে কুরআনের যেসব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল তা একই গ্রন্থে ছিল না বরং বিভিন্ন বস্তুর উপর বিক্ষিপ্তভাবে ছিল।

এদিকে মহানবীর (স) তিরোধানের পর হযরত আবু বকরের খিলাফতের প্রথম দিকে ইসলাম বিরোধী চক্র ও ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। হযরত উমর (রা) কুরআন একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করে সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করলে হযরত আবু বকর (রা) তা সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৬.৪. কুরআন সংরক্ষণ তৃতীয় খলীফার আমলে

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা) আমলে আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কুরআনের পঠনে আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাব কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে বিঘ্ন দেখা দেয়। এ অবস্থা দেখে হযরত উসমান (রা) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যায়িদ ইবনে সাবিত (র)-এর নেতৃত্বে একটি সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থা মূল পাণ্ডুলিপির অনুকরণে একই পঠন রীতিতে কুরআনের মাসহাফ তৈরি করেন। এবং তার অনুলিপি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। আর সতর্কতার জন্য পূর্বের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও আঞ্চলিক উচ্চারণের কুরআনের সমস্ত অংশ বা কপি তলব করে নেওয়া হয়। আর তা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। এভাবেই কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত হয়।

৬.৫. পরবর্তীকালে কুরআন সংরক্ষণ

কুরআনের পাঠ সহজতর করার জন্য হরকত সংযোজন করেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তারপর থেকে কুরআনে আর কোন কিছু অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়নি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন হাফিযদের স্মৃতিভাণ্ডার এবং মুদ্রণ শিল্পের মাধ্যমে ও লিখিত আকারে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

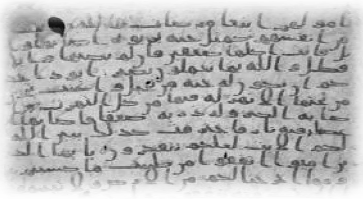

ইয়েমেনের জামে মসজিদে কুরআনের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

ইয়েমেনের "আল-দালায়" শহরে হস্তলিখিত কুরআন

ইংল্যান্ডে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন শরিফের হস্তলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন সুদীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী নাযিল হয়। নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরাম মুখস্থ করতেন। ওহীর লেখকগণের দ্বারা লিখিয়ে রাখতেন। তা নিজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করতেন। তা ব্যাপক পঠন পাঠন হতো। প্রথম খলিফার আমলে তা একই গ্রন্থে গ্রন্থায়ন করা হয়। তৃতীয় খলিফার আমলে কুরআনের একই পঠনরীতি চালু করা হয়। এভাবে কুরআন সংরক্ষিত আছে। এতে কোনরূপ বিকৃতি হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্ত মহান আল্লাহ তা সংরক্ষণ করে রাখবেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষর্থীগণ, কুরআন সংরক্ষণের বিষয়ে একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১.অবিকৃত আসমানি কিতাব কোনটি ?

(ক) তাওরাত (খ) যাবুর

(গ) ইনজিল (ঘ) কুরআন

২.কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের জন্য কোন বিষয়ের উপর অধিক নির্ভর করা হয় ?

(ক) স্মৃতিভান্ডারের উপর (খ) মুদ্রণশিল্পের উপর

(গ) লিপিকারদের উপর (ঘ) কলম ও কাগজের উপর

৩.মহানবীর (স) আমলে কুরআন সংরক্ষণের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল -

i.কণ্ঠস্থকরণ ii. পারস্পরিক পঠন-পাঠন iii. লিখিতভাবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii. (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪.কুরআন লিখনের উপকরণ ছিল -

i.গাছের বাকল - হাড় ii. চামড়া, পাথর iii. কাপড়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii. (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ ন ং প্রশ্নের উত্তর দিন-

জনাব ফুয়াদ সাহেব একজন ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি সমসাময়িক বিষয়ের উপর চমৎকার বক্তব্য রাখেন। একদা ঈদের জামাতে দেশের উন্নয়নে যুব সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখছিলেন। তাঁর বক্তব্য শুনে যুব সমাজ এতটুকু অভিভুত হলেন যে, ইমাম সাহেবের বক্তব্য তারা রেকর্ড করে রাখলেন। পরবর্তীতে এলাকার চেয়ারম্যান তা হাজার হাজার কপি প্রিন্ট করে মানুষের মধ্যে বিলি করেন।

৫। চেয়ারম্যন সাহেব কোন খলিফার প্রতিনিধিত্ব করছেন ?

(ক) হযরত আবু রকর (রা) (খ) হযরত ওমর (রা)

(গ) হযরত আলী (রা) হযরত ওসমান (রা)

৬। উদ্দীপকে উক্ত খরিফার কোন কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ?

(ক) আল-কুরআন সংরক্ষণ (খ) আল-হাদীস সংরক্ষণ

(গ) উহুদের যুদ্ধ পরিচালনা (ঘ) খন্দকের যুদ্ধ পরিচালনা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

কুরআন সংরক্ষণের কথা বুঝাতে গিয়ে অধ্যাপক আবু আফজাল শিক্ষার্থীদের বলেন-

যে কোন অফিসের ফাইল-পত্র সংরক্ষণ করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফাইল-পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত কাগজ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একটি বিশেষ আসমানি কিতাবের ক্ষেত্রেও তা বলা চলে। সেই কিতাবটি নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা মুখস্থ করা হয় এবং লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে তা চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেও এটি সংরক্ষিত হয়েছে। এতেই উক্ত গ্রন্থটির মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়।

ক. কুরআন মাজীদ কখন নাযিল হয় ? ১

খ. মাক্কী ও মাদানী পর্যায়ের সূরার ২টি বৈশিষ্ট্য কি কি ? ২

গ. হযরত আবু বকর (রা) কেন কুরআন গ্রন্থায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে আসমানি কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করায় হয়েছে- তা সংরক্ষণের পদ্ধতি মূল্যায়ন করুন। ৪

উদ্দীপক-২

আশরাফ ও রফিক দুই বন্ধু। তারা উভয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্র। আশরাফ তার বন্ধু রফিকের সঙ্গে আল-কুরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে। এক পর্যায়ে রফিক আশরাফের কাছে জানতে চায়- আল-কুরআন যথাযথভাবে সংরক্ষিত কি না ? আর কিভাবে কুরআন সংরক্ষণ করা হয়েছে ? অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় কুরআন বিকৃত হয়নি তো ? আশরাফ রফিককে আল-কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস জানায়। এতে রফিক আল-কুরআনের ইতিহাস জেনে আনন্দিত হয়।

ক. জামেউল কুরআন শব্দের অর্থ কী ? ১
খ. কোন খলিফাকে জামেউল কুরআন উপাধিতে ভূষিত করা হয় ? ২
গ. মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতির বর্ণনা দিন ৩
ঘ. 'আল-কুরআন একটি অবিকৃত শ্বাশ্বত গ্রন্থ' -এর পক্ষে কুরআন-হাদিস থেকে দলিল উপস্থাপন করুন ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। ক ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ক

পাঠ-৯: আল-কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণের ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণের ইতিহাস লিখতে পারবেন;
- কুরআন একত্রকরণে গঠিত কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কাতিবে ওহী, ওহি লিখন, শাহাদাত বরণ, উম্মুল মু'মিনীন।

৭.১ মহানবীর (স) যুগে

মহানবী (স)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার সময়ে পবিত্র কুরআনকে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপাদান করা সম্ভব হয়নি। কারণ তখনও কুরআন নাযিল হচ্ছিল। এ সময় কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা লিখে রাখা হতো। ওহী লেখকদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। ওহী লেখকগণ রাসূলের (স) কাছে থাকতেন এবং যখন যা নাযিল হতো তা লিখে রাখতেন।

৭.২ প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে

মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর ইসলাম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে বিশেষত ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। এভাবে হাফিযগণ শাহাদাতবরণ করতে থাকলে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া কুরআনের অংশবিশেষ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দূরদর্শী হযরত উমর (রা) খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন সংগ্রহ করে একই গ্রন্থে গ্রন্থাবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। হযরত উমরের (রা) পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (স) যে কাজটি করে যেতে

পারেননি, তা করার সীমাহীন গুরুত্ব ও কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার মহতী কাজে হাত দেন।

মহানবীর (স) ওহী লিখন দফতরের প্রধান হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা)-এর নেতৃত্বে একটি কুরআন গ্রন্থায়ন কমিশন" গঠন করেন। মুসলিম জাহানের সর্বত্র ফরমান জারি করেন যে, যার কাছে কুরআনের যে অংশ রয়েছে, তা এ কমিশনের নিকট জমা দিতে। কমিশন' মহানবীর (স)-এর জীবদ্দশায় লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুসরণে এবং সর্বস্তরের লোকের সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে হাফিযদের স্মৃতিতে সুরক্ষিত তরতীব অনুসরণ করে বিশিষ্ট সাহাবীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আল-কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একখানি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে রূপদান করেন। একে রাষ্ট্রীয়ভাবে হিফাযত করা হয়। পরে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের (রা) ইনতিকালের পর নবীপত্নী উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার (রা) নিকট তা সংরক্ষিত থাকে।

৭.৩ অভিন্ন পাঠরীতিতে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণ

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে ইসলাম আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তার লাভ করে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষা-ভাষীর লোক ইসলাম গ্রহণ করে। অনারব লোকেরা কুরাইশদের ভঙ্গিতে কোন কোন আরবি শব্দের উচ্চারণ করতে পারত না। আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাবে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে পার্থক্য দেখা দেয়। হযরত উসমান (রা) ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ওহী লিখন ও গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজটি যারা করেছেন, তাঁদের সমন্বয়ে যায়িদ বিন সাবিতের (রা) নেতৃত্বে একটি সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থাকে কতকগুলো মূলনীতির একই পাঠরীতির কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে বলেন।

এ সংস্থার কাজ ছিল–

(ক) প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের (রা) আমলের মূল পাণ্ডুলিপি অনুকরণে সূরার ক্রমানুসারে একই মাসহাফে সন্নিবেশ করা।

(খ) মহানবীর (স) যুগে এমন পদ্ধতিতে কুরআন লেখা হত, যাতে প্রসিদ্ধ সকল কিরাআত পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করা যেত। কিন্তু পরে এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই এ সংস্থা কেবল একই পঠন পদ্ধতিতে কুরআনের মাসহাফ প্রস্তুত করেন।

(গ) এ সংস্থা কুরআনের সর্বসম্মত ও নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপির অনুলিপি তৈরি করে প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে প্রেরণ করে সরকারিভাবে তারই অনুসরণ করার নির্দেশ জারি করে।

(ঘ) এ সংস্থা আবু বকরের (রা) সময়ের মূল পাণ্ডুলিপিটিও পুনঃপরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যাচাই-বাছাই করে দেখেন।

(ঙ) মূল পাণ্ডুলিপি রেখে কুরআনের অন্য সব অংশ বা পাণ্ডুলিপি ছিল তা তলব করে নেওয়া হয়। অধিকতর সতর্কতার জন্য তা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। এভাবেই কুরআন মাজীদ তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একই পঠনরীতিতে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়।

জাতীয় জাদুঘরে মাসহাফে উসমানির ছায়ালিপি

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ স্বয়ং কুরআনের হিফাযতকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এর লেখার কাজ চলতে থাকে। খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর আমলে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণের কাজ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ কুরআন গ্রন্থায়নে প্রথম খলিফা ও তৃতীয় খলিফার অবদান তুলে ধরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. কুরআন মাজীদ কার উপর নাযিল হয়েছে ?

(ক) হযরত আদম (আ.) (খ) হযরত মুহাম্মদ (স)
(গ) হযরত ঈসা (আ.) (ঘ) হযরত মূসা (আ.)

২. ওহি লেখকের সংখ্যা কত ছিল ?

(ক) ১০ জন (খ) ২০ জন
(গ) ৩০ জন (ঘ) ৪২ জন

৩. বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ কোনটি ?

(ক) আল-কুরআন (খ) সহীহ বুখারী
(গ) সহীহ মুসলিম (ঘ) বাইবেল

৪. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. সূরাগুলো আকারে দীর্ঘ ii. আকারে ছোট iii.আহকামে শরীয়তের বর্ণনামূলক

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii. (খ) i ও iii
(গ)ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

গিয়াসউদ্দীন সাহেব একদিন তাঁর আদরের নাতি-নাতনীদের নিয়ে একটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, যা বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। এ গ্রন্থটি নাযিলের সময় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন উপকরণে তা সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তিতে সেটি একত্র করা হয়। এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত। এটি যথাযথভাবে তিলাওয়াত করলে অনেক সাওয়াব রয়েছে। এ গ্রন্থের অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।

ক. কুরআন মজীদ কয়টি পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়েছে ? ১
খ. কুরআন সংরক্ষণে হযরত উসমানের (রা) ভূমিকা উল্লেখ করুন । ২
গ. প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকরের (রা) যুগে কীভাবে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল ? ৩
ঘ. কুরআন সংরক্ষণ করার পদ্ধতিগুলো কি কি ? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ লেখা-পড়া করে জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান হতে পারে। কিন্তু মানুষের যে শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা রয়েছে তা কখনো দূর করা সম্ভব নয়। তাই মানব রচিত যে কোন গ্রন্থে ভুল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব সব ধরনের ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। তাই এই কিতাবের সাথে চ্যালেঞ্জ করার সাধ্য কারো নেই।

ক. সর্বশেষ আসমানি কিতাব কী ? ১

খ. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -এর ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. কী কারণে কুরআনকে সর্বশেষ আসমানি কিতাব বলা হয় ? ৩

ঘ. মুত্তাকীর পরিচয় বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-৩

যে কোন লেখক কোন বই লিখতে গেলে প্রথমেই তার ভূমিকায় কিছু কথা ভূমিকা স্বরূপ লিখে থাকেন। অনেক সময় বইটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য মানুষের কাছ থেকে পরামর্শও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এমনকি ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়া হয় এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু এমন একটি গ্রন্থ রয়েছে যা সম্পূণরূপে ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে।

ক. আয়াত কী ? ১

খ. সূরা ও আয়াত কয় প্রকার ও কি কি ? ২

গ. এটা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই- ব্যাখ্যা করুন ৩

ঘ. কুরআন গ্রন্থায়নের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ-১০: আল-কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- কুরাআন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হিদায়াত, কিতাব, রব, মাজিদ, হাশর, হরফ।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানবজাতির হিদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনা করার জন্য আল-কুরআনে পরিপূর্ণ নির্দেশিকা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মহানবি (স) কে প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কুরআন শিক্ষা দেওয়া। আল-কুরআন আছে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

" হে আমাদের প্রভূ ! আপনি তাদের মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াত পাঠ করবেন, আপনার কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন।" (সূরা বাকারা)

কুরআন অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য কুরআন শিক্ষা করা অপরিহার্য। হাদিস শরিফে কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (সহীহ্ বুখারি)

কুরআন শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবী (স) বলেন-

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

"যার মধ্যে কুরআনের কিছু নেই সে যেন উজাড় ঘর"

নামাযে কুরআন পাঠ করা ফরয বিধায় প্রয়োজন পরিমাণ কুরআন মজীদ প্রত্যেক নামাযীর জন্য শিক্ষা করা ফরযে আইন। কুরআন শিক্ষার ফযিলত অনেক। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে-

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তাতে সে অভিজ্ঞ, সে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতার সংগী হবে আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠের সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে পড়ে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।" (আবু দাউদ)

হাদিসে আরো আছ-

إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالَ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ

"নিশ্চয় মানুষের মধ্য হতে আল্লাহর একদল আহল আছে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (স) ! তারা কারা ? তিনি বললেন, যারা কুরআনের আহল, তারাই আল্লাহর আহল ও বিশেষ লোক।" (মুনাদে আহমাদ)

কুরআন শিখলে এবং তা তিলাওয়াত করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। হাদিস শরিফে আছে–

مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقول : ألم حَرفٌ ، وَلكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ

" যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে ১টি হরফ পাঠ করবে সে ১টি নেকি লাভ করবে এবং একটি নেকিকে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আমি বলি না আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।" (তিরমিযী)

সারসংক্ষেপ

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে অফুরন্ত ও অপরিসীম ফযিলত রয়েছে। নফল ইবাদাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে সর্বোত্তম। কুরআন তিলাওয়াতকারী যদি তিলাওয়াতের কারণে আল্লাহর যিকর ও তাঁর কাছে দু'আ করার অবসর না পায় তাহলে তাকে আরো কিছু দান করে থাকেন। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অফুরন্ত সওয়াব হাসিল হয়। কুরআন তিলাওয়াতকারী আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়। কিয়ামতের দিন কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভ করা যায়। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়। কুরআনের নিষ্ঠাবান তিলাওয়াতকারীকে আল্লাহ তা'আলা তার সার্বিক উন্নতির পথ সুগম করে দেন। কুরআন তিলাওয়াতকারী ও তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তির মা-বাবাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন নূরের তাজ পরাবেন। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রশান্তি অর্জিত হয়। অতএব প্রতিটি মানুষের কুরআন তিলাওয়াত করা ও তদনুযায়ী আমল করা উচিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, 'আল-কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম' এ বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. আল-কুরআন নাযিলের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে-

(ক) মানবজাতিকে হিদায়াত দান (খ) মানবজাতিকে দুনিয়াদার করা
(গ) সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা (ঘ) ক ও গ সঠিক

২. সূরা আল-বাকারা আল-কুরআনের

(ক) ২য় সূরা (খ) ৫ম সূরা (গ) ১৯ তম সূরা (ঘ) ৬৮ তম সূরা

৩. যার অন্তরে কুরআনে কোন অংশ নেই তাকে তুলনা করা হচ্ছে-

(ক) পরিত্যক্ত ভিটার সাথে (খ) উজাড় বাড়ির সাথে
(গ) আধুনিকতার সাথে (ঘ) উত্তর ক ও খ সঠিক

৪. আল-কুরআনের একটি হরফ পাঠে কয়টি নেকী হয় ?

(ক) ৭ টি (খ) ১০টি (গ) ১৫টি (ঘ) ২০টি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

আব্দুর রহমান সাহেবের দুই ছেলে এক মেয়ে। ছোট ছেলের নাম মাহিন। বয়স ৭বছর। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। কিন্তু সকাল বেলা কুরআন শেখার জন্য মকতবে যেতে চায় না। এ বিষয়টি ইমাম সাহেবকে জানালেন। ইমাম সাহেব একদিন ফজরের নামাযের পর আবদুর রহমান সাহেবের বাড়িতে এসে দেখতে পেলেন ছোট ছেলে মকতবে না গিয়ে কম্পিউটারে গেম খেলছে। ইহা দেখে ইমাম সাহেব তাকে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব বুঝালেন এবং তাকে কুরআনের কিছু অংশ পড়ালেন। এর পর সে মক্তবে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

৫। কুরআন পড়ানোর কারনে ইমাম সাহেব কীরূপ মর্যাদা লাভ করবেন ?

(ক) শ্রেষ্ঠত্বের (খ) শিক্ষক হওয়ার
(গ) ভালো মানুষের (ঘ) উপদেশ কারীর

৬। মাহিনের কুরআন শেখার ফলে

i. সর্বোত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হবে ii. নেককার লোকদের সাথী হবে

iii. সু পথে পরিচালিত হবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

হাফেয আবদুল কাইয়ুম শৈশবকালে পবিত্র কুরআন হিফয করেছেন। তারপর কুরআনের শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি প্রতিদিন সকাল-বিকাল কুরআন তিলাওয়াত করেন। তিনি এখন একটি হিফয মাদরাসায় ছাত্রদেরকে নাজেরা এবং হিফয শিক্ষা দান করছেন। তিনি আল-কুরআনের বিধি-বিধান তিনি পালন করার চেষ্টা করছেন। তিনি কুরআনের পরিপন্থী কোন কাজ করেন না। এলাকাবাসী তাকে একজন সৎ, সত্যবাদী, পরহেজগার ও মুত্তাকী হিসেবে জানে। তার পরিবারের মাঝে আর্থিক অসচ্ছলতা থাকলেও তিনি কুরআন শিক্ষাদানের মতো মহান পেশা থেকে বিচ্যুত হননি। তদুপরি তিনি পরিবারের সকলকে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দান কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

ক. আল-কুরআন কত খ্রিষ্টাব্দে নাযিল হওয়া শুরু হয় ? ১

খ. আল-কুরআনে প্রতিটি বর্ণ পাঠ করলে কী পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায় ? ২

গ. হাফেয আবদুল কাইয়ুম সাহেবকে কী সর্বোত্তম মানুষ বলা যায় ? আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আল-কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ, ২। ক, ৩।খ, ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ

পাঠ-১১: আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত বর্ণনা করতে পারবেন
- কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফযীলত, নফল ইবাদাত, সাওয়াব, সুপারিশ, নেকী, সন্ত্রাস, তিলাওয়াত, হরফ।

৪.১ সর্বোত্তম ইবাদাত

মানব জাতির সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান উপস্থাপনের লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন নাযিল করেছেন। সুতরাং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই এর মর্ম বাস্তব জীবনে আমল করা সম্ভব। এ কারণেই কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ফযীলত অফুরন্ত । মহানবী (স) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ব্যাপারে খুবই তাকিদ দিয়েছেন। নফল ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদাত হচ্ছে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত। মহানবী (স) বলেন–

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ

"কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদাত।"

হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি (স) বলেছেন: আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন আমার যিকির করা এবং আমার সমীপে প্রার্থনা করার অবসর পায় না, তাকে ঐ সকল লোকের চেয়ে বেশি কিছু দান করে থাকি, যারা প্রার্থনা করে থাকে।" (জামিউত তিরমিযী)

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে অফুরন্ত সাওয়াব হাসিল হয়। মহানবী (স) বলেন- "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ তিলাওয়াত করবে সে দশটি সাওয়াব লাভ করবে।"

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে করুণাময় আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়। মহানবী (স) বলেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (সহীহ বুখারী)

মহানবী (স) আরো বলেন-

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي شَافِعًا لأَصْحَابِهِ

"তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কেন না তা তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।" (তাবারানী)

কুরআনে যে দক্ষ তার জন্য তো পুরস্কার আছেই, এমনকি কুরআন যে পাঠ করতে পারে না বরং পাঠের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। মহানবী (স) বলেছেন- "কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্য লেখক ফেরেশতাদের সঙ্গী। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে দক্ষ নয়, অথচ পাঠ করতে গিয়ে বার বার আটকে যায় এবং তোতলায়, আর তার জন্য তা কষ্টসাধ্য হয়- তবে এমন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৪.২ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার মাধ্যম

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাওয়া যায়।

মহানবী (স) বলেন- "কোন জাতি যখন কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে থাকে এবং পরস্পরকে শিক্ষাদান করতে থাকে, তখন আল্লাহর রহমত ও করুণাধারা তাদেরকে আবৃত করে রাখে। রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থদের সাথে তাদের সম্পর্কে আলোচনা (গর্ব) করে থাকেন।"

মহানবী (স) আরো বলেন-

"যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি যেন কুরআন তিলাওয়াত করে।" (মুসলিম)

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইহকালীন জীবনে শত্রুর হাত হতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেছেন-

"যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে ও তা কণ্ঠস্থ করে আর তাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে মেনে চলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন। তদুপরি তাঁর স্বজনদের মধ্য হতে দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে, যাদের জন্য দোযখের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল।" (মিশকাত)

যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করবে, করুণাময় আল্লাহ তাঁর সার্বিক উন্নতির যাবতীয় পথ সুগম করে দেবেন। মহানবী (স) বলেন- "কুরআন তিলাওয়াতের বরকতে বহু লোক উন্নতি লাভ করবে এবং কুরআনকে অবহেলার কারণে বহু লোক অপমানিত হবে।" (মিশকাত)

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের মরিচা দূর হয় এবং হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। মহানবীর (স) হাদীস- "অন্তরসমূহে মরিচা ধরে, যেভাবে লোহায় পানি লাগলে মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে রাসূল! (স) এর প্রতিষেধক কী ? মহানবী (স) বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।" (মিশকাত)

মহানবী (স) বলেন- "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, কিয়ামতের দিনে তার পিতা-মাতাকে সূর্যের চেয়েও অধিকতর আলোকিত মুকুট পরানো হবে।" (মিশকাত)

মহানবী (স) আরো বলেন, "কিয়ামতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক আর বেহেশতের উপরে উঠতে থাক।" (মিশকাত)

৪.৩ হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের উপায়

কুরআন তিলাওয়াত মনে প্রশান্তি আনয়ন করে। এর ফলে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং আল্লাহর স্মরণ মনে জাগরূক থাকে।

সারসংক্ষেপ

কুরআন মাজীদ বিশ্বমানবতার মুক্তির মহা সনদ। কুরআন যেমনিভাবে অতীব মর্যাদার অধিকারী গ্রন্থ, তেমনিভাবে এর তিলাওয়াতকারীর মর্যাদাও বেশি। আল-কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানব মনের সকল কালিমা দূর হয়ে পবিত্র ভাবধারায় বিকশিত হয়। বিশ্বসভায় মুসলিম জাতির অভ্যুত্থানের প্রাণশক্তিই ছিল আল-কুরআনুল কারীম। অতএব প্রতিটি মানুষের উচিত, এ বরকতময় গ্রন্থ নিয়মিত তিলাওয়াত এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সংক্রান্ত ০৫টি হাদিস লিখুন এবং মুখস্থ বলুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। তিলাওয়াত শব্দের অর্থ কী ?
(ক) আবৃত্তি করা (খ) শোনা (গ) দেখা (ঘ) বুঝা

২. কুরআন মাজীদ বোঝা যায়-
(ক) তিলাওয়াতের মাধ্যমে (খ) তিলাওয়াত শোনার মাধ্যমে
(গ) এমনি এমনি (ঘ) আরবি জানার মাধ্যমে

৩.কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে এত বেশি ছাওয়াব কেন ?
(ক) এটা আল্লাহর কালাম (খ) তিলাওয়াতের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব হয়
(গ) তিলাওয়াতের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা সম্ভব হয়
(ঘ) সব উত্তর ঠিক

৪. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে-
(ক) অফুরন্ত সাওয়াব পাওয়া যায় (খ) আল্লাহর নিকট সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়
(গ) আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায় (ঘ) সব উত্তর ঠিক

৫. কুরআনের কী তিলাওয়াত করলে দশটি নেকী পাওয়া যায়।
(ক) একটি অক্ষর (খ) একটি আয়াত
(গ) একটি সূরা (ঘ) একটি শব্দ

৬. মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিশারী কী-
(ক) আল-কুরআন (খ) গণতন্ত্র
(গ) নবীদের আদর্শ (ঘ) আসমানি কিতাব

৭. কুরআন তিলাওয়াত হলো-

i. সর্বোত্তম ইবাদাত ii. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম iii. হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের উপায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

মাওলানা রুকন উদ্দীন ৬তলা বিশিষ্ট ভবনের ৩ তলায় বসবাস করেন। তিনি একজন শিক্ষক। তার প্রতিবেশি জুনায়েদ হোসেন একজন ব্যবসায়ী। মাওলানা রুকন উদ্দীন প্রতিদিন ফজরের নামাযে জামায়াতে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিবেশিদের ডাকাডাকি করেন । তার ডাকে অনেকেই সাড়া দেন। একদিন জুনায়েদ হোসেন বললেন, আমি সহীহ-শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি না। মাওলানা রুকন উদ্দীন বললেন, আমি আপনাকে সহীহ-শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করতে সহযোগিতা করব। এ লক্ষে তিনি প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর জুনায়েদ হোসেনকে এক ঘন্টা করে কুরআন পড়াতে শুরু করলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও কুরআন পাঠে অংশগ্রহণ করে।

ক. কুরআন পাকের একটি হরফ পাঠের জন্য কয়টি নেকী পাওয়া যায় ? ১

খ.' কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত' ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. মাওলানা রুকন উদ্দীন সাহেব কর্তৃক তিলাওয়াত করতে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি অনুপ্রাণিত করেছে ? ৩

ঘ. 'কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সার্বিক উন্নতি লাভ করা যায়'- বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ক

পাঠ-১২: আদর্শ জীবন গঠনে আল-কুরআনের অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- আদর্শ সমাজ গঠনে আল-কুরআনের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- জীবনের বিভিন্ন দিকের সমাধান কীভাবে কুরআনে উপস্থাপিত হয়েছে, তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আল্লাহর প্রতিনিধি, আশরাফুল মাখলুকাত।

পৃথিবীতে মানুষ যাতে সত্য-সরল পথে পরিচালিত হয়ে আদর্শ সমাজ গঠন করতে পারে সে জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে-যুগে অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ) থেকে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত অনেকগুলো আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। সকল আসমানি গ্রন্থের নির্যাস হচ্ছে আল-কুরআন। গ্রন্থটি কিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের সকল জাতির সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।

আদর্শ সমাজ গঠনে আল-কুরআনের অবদান

১. ব্যক্তিগত জীবনে

ব্যক্তি থেকে শুরু হয় পরিবার, তারপর সমাজ। ব্যক্তি জীবন যদি সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শবান হয় তাহলে সুস্থ-সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়ে উঠে। আল-কুরআনে ব্যক্তি জীবনের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। মানুষের অকীদা-বিশ্বাস ও

লক্ষ্য নির্ধারণের নির্ভর করে তার জীবনের সুখ-শান্তি, উন্নতি এবং মুক্তি। আল-কুরআন মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, শিরক, বিদ'আত, কুফরি, মুনাফেকী, হিংসা-বিদ্বেষ, চোগলখুরী, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মিথ্যা, অশ্লীলতা, খুন-খারাবি প্রভৃতি অপকর্ম থেকে মুক্ত থেকে ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর ও আদর্শবান করার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا .وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"মানুষের নফসের ও সেই সত্তার শপথ, যিনি তা সুঠাম করেছেন। পরে তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পবিত্র করে সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে সেই ব্যর্থ্য হয়"। (সূরা শাম্স-৯১:৭-১০)

২. পারিবারিক জীবনে

পরিবার হলো সামাজিক জীবনের ভিত্তি। ইসলাম পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। পারিবারিক জীবন ব্যবস্থাকে সুন্দর ও সুদৃঢ় করার জন্য আল-কুরআনে বহু বিধান রয়েছে। মানব বংশ বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের মাধ্যমে পবিত্র ও কলুষমুক্ত দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্য বৈবাহিক ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন। অন্যায় ও হারাম পথে চলা এবং অসামাজিক কাজকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ইসলাম বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব-মানবির চরিত্র পবিত্র রাখার ব্যবস্থা করেছে। মানব মর্যাদা ও মানব বংশধারার পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতিদের মধ্যে থেকে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন" (সূরা রূম-৩০:২১)

৩. সামাজিক জীবনে

সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সামাজিক জীবন যাপন নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় আনচার অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন, ঝগড়া-বিবাদসহ সব ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সমাজের সকল মানুষের সাথে সৎভাব বজায় রাখার জন্য আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশির অধিকার নিশ্চিত করেছে আল-কুরআন। আল-কুরআনে উপস্থাপিত সামাজিক বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ জীবনে কোন সমস্যাই থাকবে না। শান্তির সমাজে পরিণত হবে।

৪. রাষ্ট্রীয় জীবনে

সমাজের বৃহত্তর সংগঠন হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় জীবনের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সরকার ও প্রজা সাধারণের মাঝে সুমধুর সম্পর্ক, আইন শৃংখলার বিধান এবং পারস্পরিক সংহতির উপর। আল-কুরআন সরকার ও সরকার প্রধানকে জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য শুরা ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের নির্দেশনা দান করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- "এবং কাজে-কর্মে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯)

আল্লাহ তা'আলা হলেন উত্তম বিধানদাতা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষের নিজের আইন তৈরি করার অধিকার নেই। মানুষের কাজ হলো আল্লাহ তা'আলার দেওয়া প্রত্যেকটি বিধান পালন করা। আল্লাহর বিধানের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। সেই বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হলে মানুষ সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

৫. আন্তর্জাতিক জীবনে

বিশ্ব মানব সমাজের বৃহত্তর অঙ্গন হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। মানুষের আন্তর্জাতিক জীবনের সুখ-শান্তি বির্ভর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর। কেননা পৃথিবীতে রয়েছে রকমারি, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা সভ্যতা ও জাতীয়তা। তাই ইসলাম পরস্পরের প্রতি সহনশিলতা ও মানব প্রেমের নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। সকল জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানই হচ্ছে ইসলামের মূলকথা।

সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা ও আদম সন্তান। অতএব বিশ্বের সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করাই ইসলামের নীতি। বিনা অপরাধে দুনিয়ার যে কোন মানুষকে শাস্তি বা কষ্ট দেওয়া মহাপাপ। আর সে যে কোন ধর্ম, বর্ণ গোত্র, ভাষা ও জাতির হোক না কেন।

ইসলামি অন্তর্জাতিকতাবাদের মূলীতি হলো- সন্ধি ও সহাবস্থান, আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দান, অন্য জাতির সাথে বন্ধুসূলভ আচরণ, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মজলুম মুসলমানকে সাহায্য করা। দ্বি-মুখী জাতি

৬. রাজনৈতিক জীবনে

মানুষ আজ ইসলামের ছায়াতল থেকে দূরে সরে যাওয়ায় নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। মানুষ এ সকল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নানাবিধ আইন প্রণয়ণ করেছে। কুরআন-হাদিসের শিক্ষা ও মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে অসৎ লোকেরা দেশ শাসন করছে। ফলে সমস্যা আরো জটিল হতে জটিলতর হচ্ছে। কারণ মানুষের সসীম জ্ঞান দিয়ে কখনো সকলের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে না। তাই রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআনের বিধানই হতে হবে সকল কর্মকাণ্ডের মূল উৎস। যদি তা না করা হয় তবে রাজনৈতিক জীবন কলুষিত, সীমাহীন দুর্নীতি ও শোষণ-বঞ্চনার শিকার হবে

৭. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে

মানুষ কেবল দেহ সর্বস্ব জীব নয়। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাবলির সঠিক ও নির্ভুল সমাধান রয়েছে আল-কুরআনে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, "হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (সূরা ইউনুস-১০ : ৫৭)

৮. অর্থনৈতিক জীবনে

আল-কুরআনে অর্থনৈতিক বহু বিষয়ের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সমাধান রয়েছে। আল-কুরআন অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার যে নীতিমালা পেশ করেছে তা অনুসরণ করলে সমাজের মধ্যে ধনী-গরীবের ব্যবধান কমে আসবে। ইসলাম সুদ প্রথার বিলোপ সাধন করে যাকাত ব্যবস্থা চালু করেছে। অবৈধ উপার্জনকে ইসলাম চিরতরে নিষিদ্ধ করেছে। গরীব-মিসকীন, অনাথ ও অসহায়দের জন্য বিভিন্ন প্রকারের দান ও সাদাকার বিধান দিয়েছে। ইসলাম চায় না যে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে থাকুক। ইসলাম সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে যে চিরস্থায়ী ও উদারনীতি ঘোষণা করেছে তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ এই পৃথিবীতে শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলতে পারবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, আল-কুরআন মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করেছে আল-কুরআন এক বিশ্বজনীন ও সামগ্রিক কল্যাণকর জীবন।

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন মানুষের সকল সমস্যার মোকাবেলা করে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে আলোর পথে এনেছে। কেননা, আল-কুরআনে রয়েছে সকল সমস্যার মৌলিক সমাধান। আল-কুরআন ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ও বিভাগে বিভিন্ন সমস্যার সঠিক, যথার্থ ও যুগোপযুগী সমাধান দিয়েছে। এ পবিত্র গ্রন্থে জীবন সমস্যা সমাধানের যে মৌলনীতিমালা বিবৃত হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর জীবনে তা অনুসরণ, অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করে বিশ্বমানবতার সম্মুখে একটি আদর্শ উপস্থাপন করে গেছেন, যা অনুসরণ করলে যে কোন সমাজ আদর্শ সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, 'আল-কুরআনের আলোকে আদর্শ জীবন গঠন' শীর্ষক সেমিনার শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করবেন। শ্রেণি কক্ষে বিষয় শিক্ষকের সহায়তায় একটি সেমিনারের আয়োজন করে তা উপস্থাপন করবেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তা শুনবেন এবং মতামত দিয়ে প্রবন্ধটিকে আরো সমৃদ্ধ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। জীবন সমস্যার সমাধানের নীতিমালা বিবৃত হয়েছে কোন গ্রন্থে ?

(ক) আল-কুরআনে (খ) বুখারী শরীফে
(গ) তাওরাতে (ঘ) ইনিজিলে

২। কোন কাজের মাধ্যমে মানবাত্মা প্রশান্তি লাভ করে ?

i.আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে
ii. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে
iii. সংসার, ধর্ম পালনের মাধ্যমে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য কাজ কোন্‌গুলো ?

(ক) চুরি-ডাকাতি করা (খ) মিথ্যা বলা ও ধোঁকা দেওয়া
(গ) ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি (ঘ) সবগুলো উত্তর সঠিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

শফিক মিয়া লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করে এম এস ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি লন্ডনে থেকে যান এবং সেখানেই চাকরি করেন। তিনি বৈবাহিক জীবনকে ঝামেলা এবং অশান্তির কারণ বলে মনে করেন। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করে নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। অপর দিকে মি. জন ইসলামের পারিবারিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করেন। মি. জন শফিক মিয়াকে বোঝান যে, তোমাদের ধর্ম ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বিধান খুবই সুন্দর। তুমি ধর্মীয় বিধান মেনে চলা। মি. জন তাকে ইসলামি রীতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র জীবন যাপন শুরু করার পরামর্শ দেন।

ক. পরিবার বলতে কী বুঝেন ? ১
খ. পারিবারিক জীবন সুখের হয় কীভাবে ? ২
গ. শফিক মিয়ার ভ্রান্ত ধারণা ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. মি. জন ইসলামের কোন্ দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন- তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। ক ৩। ঘ ৪। ক

পাঠ-১৩ : মানবজাতির কল্যাণে আল-কুরআনের শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- মানবজাতির কল্যাণে কুরআনের শিক্ষার বিবরণ তুলে ধরতে পারবেন
- মানব কল্যাণে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আল্লাহর অস্তিত্ব, চিরন্তন সত্তা, তাকওয়া, রিসালাত, আমালে সালিহ, আধ্যাত্মিক জীবন।

মানবজাতির কল্যাণে আল-কুরআনের নীতিমালা বা শিক্ষাসমূহ হলো-

১ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা চিরন্তন সত্তা। তিনি আছেন, ছিলেন এবং থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও তাঁর অস্তিত্ব বুঝার জন্য দুটো পথ আছে। একটি হল জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথ, অপরটি হল ধর্মীয় পথ। আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই কুরআন একে বিশদভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। এ জ্ঞান না থাকলে মানুষ তার জীবন, জগৎ ও স্রষ্টা সম্পর্কে গোলক ধাঁধায় পড়ে নানা অনাচার ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ত।

২ আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা

কুরআন মহান আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া এবং তাঁরই আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ করার শিক্ষা দেয়। তাওহীদের অর্থ কথায় কাজে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা, তাঁরই ইবাদাত করা, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, সুখে-দুঃখে তাঁর ওপর ভরসা করা, তাঁর প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা প্রকাশ করা এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। সকল নবী-রাসূলের আহ্বান ছিল এটাই :

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

"হে আমার সমপ্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?" (সূরা আল-মুমিনূন ২৩ : ২৩)

৩ শিরক পরিহার

আল-কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক না করা। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করা এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে ইবাদাতের যোগ্য বলে বিশ্বাস করাই শিরক। শিরকের কারণেই মানুষ মানুষকে প্রভু ভাবে, প্রকৃতিকে পূজা করে, জড়বাদে বিশ্বাসী হয়, মানব রচিত বিধান ও আইনকে কল্যাণকর ভাবে। তাই কুরআন স্পষ্ট করে ঘোষণা দেয়–

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"নিশ্চয় শিরক বড় যুলম।" (সূরা লোকমান-৩১ : ১৩)

৪ সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন

মানব কল্যাণের আরো একটি বড় দিক তাকওয়া অবলম্বন। কুরআন মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বনের নীতিমালা পেশ করেছে। তাকওয়া অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা ও তাঁকে ভয় করে জীবন-যাপন করা।

৫. রিসালাতের অনুসরণ

তাওহীদের ন্যায় রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস ও রিসালাতের অনুসরণ করাও কুরআনের মূল শিক্ষা। আল-কুরআনের বহু স্থানে রিসালাতের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর পথে দাওয়াত, উপদেশ ও পরামর্শদান এবং হিদায়াত রিসালাতের সাথেই

সম্পর্কিত। বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় ও যুগে বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ সকল নবী-রাসূল মানুষকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ শিক্ষা দিয়েছেন।

৬. আসমানি কিতাবের অনুসরণ

পৃথিবীতে মানুষ কীভাবে জীবন পরিচালনা করবে তার দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আসমানি কিতাবে। যুগে যুগে আল্লাহ পথহারা মানুষকে সত্য পথে আনার জন্য নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁদের উপর নাযিল করেছেন কিতাব। সর্বশেষ আসমানি কিতাব হল আল-কুরআন। সকলের উচিত আল-কুরআনে বর্ণিত মানব কল্যাণকর নীতিমালা অনুসরণ করা।

৭. আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের আলোকে জীবন গঠন

আল-কুরআনের নীতিমালার মধ্যে অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের আলোকে জীবন গঠন করা। এ সংক্রান্ত কুরআনের সারকথা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। এ জগৎ ও জীবন ক্ষণস্থায়ী। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে মানুষকে পরপারের অনন্ত জীবনের দিকে পাড়ি জমাতে হবে। এক দিন এ বিশ্ব ব্যবস্থাপনা আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যাবে। মানব জীবনের প্রতিটি কর্মের ফল ভোগ করার জন্য আখিরাতের জীবনে বিচার হবে। কিয়ামত, হাশর, নশর, মিযান, পুলসিরাত আখিরাত জীবনের বিভিন্ন ঘাঁটি। কর্মের বিচারে যারা পুণ্যবান বলে বিবেচিত হবে তারা পাবে অনন্ত সুখের ঠিকানা জান্নাত। আর যারা পাপী বলে সাব্যস্ত হবে তাদের জন্য রয়েছে কষ্টময় আবাসস্থল জাহান্নাম। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ দুনিয়ার জীবনে প্রতিটি কর্মের জন্য সচেতন হয় এবং অপরাধ থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করে।

৮. মৌলিক ইবাদাত পালন

আল-কুরআনের নীতিমালার মধ্যে রয়েছে মৌলিক ইবাদত পালন করা। কুরআন মানব জাতিকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য আহ্বান জানায়।

৯. আমলে সালিহ বা সৎকর্ম করা

মানব জীবনের উন্নতির আরো একটি সোপান হচ্ছে আমলে সালিহ' বা সৎকর্ম। উত্তম ও সৎ কার্যাবলি নিজে পালন করলে এবং অপরকে সৎভাবে চলতে অনুপ্রাণিত করলে জীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। ঈমানের পরই সৎকর্ম মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সূরা আল-আসরে বর্ণিত হয়েছে– "কালের শপথ! সমগ্র মানব জাতিই ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করে, হক পথে থাকে ও ধৈর্য ধারণ করে তারা ব্যতিত।" (সূরা আসর-)

১০. সৎপথে ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা

মানব জীবনকে উন্নত ও সাফল্যমণ্ডিত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে সৎপথে পূর্ণ ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা। সৎপথে, ন্যায়ের পথে, ইসলামের পথে চলতে গেলে বহু বাধা-বিঘ্ন আসবে, আর সেসব অবস্থায় ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকলে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া যায়।

১১. মন-মানসের পবিত্রতা

মানব জীবনে উন্নতি লাভ করতে হলে মানুষের মন, মানস পূত-পবিত্র রাখতে হবে। নির্মল মন নিয়ে আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবাত্মার প্রকৃত প্রশান্তি।

১২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

বিশ্বমানবতার কল্যাণে নীতিমালার মধ্যে আল-কুরআন অতীব গুরুত্ব দিয়েছে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধের উপর। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদেরকে তাকিদ করা হয়েছে, তারা যেন মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ ও অন্যায় কর্ম হতে বিরত রাখে।

১৩. সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

মানব কল্যাণে আল-কুরআনের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে রয়েছে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। বিচারের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে কারো পক্ষপাতিত্ব করা কিংবা কোন অসংগত কারণে কারো বিরুদ্ধে রায় দেওয়া কুরআনের ন্যায়নীতির পরিপন্থী। আল-কুরআন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এরূপ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

১৪. কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো

বিশ্বমানবতার কল্যাণময় জীবন গঠনের নীতিমালার মৌলিক আরো একটি অপরিহার্য দিক হল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। সমাজে ইসলামি ভাবধারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা একটি বড় ইবাদত। আল-কুরআনের শিক্ষা হল– ইসলামের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন, সমাজে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়-অশান্তি নির্মূল করার জন্য সকলে মিলে চেষ্টা করা।

১৫. অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা

বিশ্ব মানবতার কল্যাণে কুরআনের নীতিমালার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যদিও কোন অর্থনীতির পুস্তক নয় তবুও অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নীতিমালা এতে এমনভাবে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে, যার আলোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

১৬. ফৌজদারি বিধান

কুরআনের নীতিমালার অন্যতম বিধান হচ্ছে কিসাস ও দিয়াত। আল-কুরআনের মতে মানব জীবনের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যার দ্বার রুদ্ধ করা। লুটতরাজ, ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ রটানো এগুলো অপরাধ। এসব অপরাধের জন্য রয়েছে নির্ধারিত দণ্ড বা শাস্তি।

১৭. মানব মর্যাদা ও মানবতার ঐক্য প্রতিষ্ঠা

আল-কুরআনের নীতিমালার অন্যতম দিক-নির্দেশনা হচ্ছে, মানব মর্যাদা ও মানবতার ঐক্য প্রতিষ্ঠা। সব মানুষই জন্মগতভাবে এক, তাদের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত। তারা সকলেই এক আদম (আ)-এর সন্তান। তারা পরস্পর ভাই ভাই।

১৮. মানবতার সেবায় কুরআনের নির্দেশনা

মানবজাতির স্বার্থ ও অধিকারকে রক্ষার জন্য একমাত্র কুরআনই স্থায়ী সমাধান দিয়েছে। হত দরিদ্র, বিপদগ্রস্ত, ইয়াতিম, বিধবা, রোগ-শোকে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি দেখানোর জন্য বলা হয়েছে।

১৯ আধ্যাত্মিক জীবনের দিগদর্শন

মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব জীব নয়। মানুষের রয়েছে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাবলির নির্ভুল ও সঠিক দিক নির্দেশনার নীতিমালা কুরআনই উপস্থাপন করেছে। এক মহান আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে আধ্যাত্মিক জীবনের গতিধারা। আল-কুরআনই আধ্যাত্মিক জীবনের পূত-পবিত্রতার কথা, তাকওয়া আবলম্বনের কথা, ইখলাস ও নিষ্ঠার কথা, পরম স্রষ্টার সাথে মানবাত্মার মিলনের কথা ও পদ্ধতি শিখিয়েছে।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে, যা মানবের আত্মিক, মানসিক, জ্ঞান জগৎ এবং কর্মক্ষেত্রে উপকারে আসতে পারে। কুরআনের উপস্থাপিত এ সকল নীতিমালা কোনটি জাগতিক কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কিত, কোনটি মানব চরিত্র বিষয়ক এবং কোনটি আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগির সাথে সম্পর্কিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'বিশ্ব মানবতার কল্যাণে কুরআনের শিক্ষা' শিরোনামে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। তাওহীদ অর্থ কী ?

(ক) একত্ববাদ (খ) দ্বিত্ববাদ

(গ) ত্রিত্ববাদ (ঘ) বহু খোদাবাদ

২. তাকওয়া মানে কী ?

(ক)সরকার ভীতি (খ) পিতা-মাতার ভীতি

(গ)আল্লাহ ভীতি (ঘ) পুলিশের ভীতি

৩. শিরকের কুফল কী ?

(ক) সবচেয়ে বড় জুলুম (খ) সবচেয়ে ছোট পাপ

(গ)সাধারণ পাপ (ঘ)মাঝারি ধরনের গুনাহ

৪. কুরআনের দৃষ্টিতে মানব মর্যাদার মাপকাঠি কী ?

(ক) সবাই বাংলাদেশী (খ) সবাই সৌদি আরবের

(গ) সবাই দানকারী (ঘ) সবাই একই আদমের সন্তান

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

আবিদ হাসান ও শওকত দুই বন্ধু। আবিদ হাসান কথায় কথায় মিথ্যা বলেন। মানুষকে ঠকানোর প্রবণতা তার মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায়। অপর দিকে শওকত জীবনে কখনো মিথ্যা বলেনি। তিনি নিয়মিত কুরআন পড়ে। ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-নীতি সততার সাথে পালন করার চেষ্টা করে। সমাজের লোকদের উন্নয়ন কল্পে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিতে সংকল্প করে। একদিন আবিদ হাসান তার বন্ধু শওকতকে বলল, তুমি কোথা থেকে এই প্রেরণা লাভ করেছ ? শওকত উত্তর দিল, তুমিও কুরআন পড়। মানব কল্যাণের জন্য সব প্রেরণা সেখান থেকে লাভ করতে পারবে।

ক. আল্লাহর অস্তিত্ব কী ? ১

খ. 'নিশ্চয় শিরক বড় জুলুম'-আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. আখিরাত জীবনে বিশ্বাসীর জীবন কেমন হবে ? ৩

ঘ. উদ্দীপকে শওকতের মন্তব্য আপনার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ